Year 11 | Issue 31
04 -10 OCTOBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩১
২০ আশ্বিন ১৪৩১
২৯ রবিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

RÜYAM
Turkish Restaurant
230 Commercial Rd
London E1 2NB
T: 020 7780 9733
M: 07393 611 444
Private Hall hire for small party
মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভিন্নস্বাদের খাবার

৫০ বছরে ১২ লাখ কোটি টাকা পাচার

দেশে দেশে সেকেন্ড হোম

- সাবেক ভূমিমন্ত্রী ৩ হাজার কোটি
- এস আলম গ্রুপ ১ লাখ কোটি
- বেক্সিমকো গ্রুপ ১ হাজার কোটি
- সামিট গ্রুপের ১.১২ বিলিয়ন ডলার
- অর্থ ফেরাতে বিদেশে ৭১ চিঠি

কানাডার বেগম পাড়া

দেশ রিপোর্ট, ৪ অক্টোবর ২০২৪: বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলা ও প্রভাবশালীদের বড় একটি অংশের রয়েছে দ্বৈত নাগরিকত্ব। দেশের পাশাপাশি তাদের অনেকেই শক্ত খুঁটি গেড়েছেন দেশের বাইরেও। সেখানে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। বিদেশে বসত গড়ার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও আরব আমিরাত। বিভিন্ন সময় বিদেশে শীর্ষ ধনীদের তালিকায় বাংলাদেশিদের নামও শোনা যায়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে অর্থ পাচার। আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বিদেশে ২ লাখ কোটি পাচার হওয়ার অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য বলছে, গত ৫০ বছরে দেশ থেকে প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা (আনুমানিক ১১ লাখ ৯২ হাজার ৮১৫ কোটি) পাচার হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূলত 'সেকেন্ড হোম' (দ্বৈত নাগরিকত্ব) প্রবণতার কারণে দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের যারা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ গড়েন তারা দল ক্ষমতা থেকে সরে গেলে কেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। যে কারণে দ্বৈত ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

বিদায় সাইদা মুনা
- ২০ নং পৃষ্ঠা ..

ছুড়ে ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের বইপত্র?

ria Money Transfer
Fast | Safe | Guaranteed
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet

Southeast Bank Limited
AB Bank
RUPALI BANK LIMITED
JAMUNA BANK
BRAC BANK
bKash
নগদ
Download the Ria App

ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ জাতীয় ঋণ যুক্তরাজ্যে

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪: রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে যুক্তরাজ্যের জাতীয় ঋণ। দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (ওএনএস) হিসাব বলছে, ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান ঋণের পরিমাণ পৌঁছে গেছে অর্থনীতিতে বার্ষিক উৎপাদন বা জিডিপির ১০০ শতাংশে, যা গত ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। খবর আরটি। গত শুক্রবার ওএনএসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত আগস্টে যুক্তরাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১ হাজার ৩৭০ কোটি পাউন্ড বা ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার, যা দেশটির বার্ষিক উৎপাদনের সমান।

ওএনএসের প্রধান অর্থনীতিবিদ গ্রান্ট ফিজনার বলেন, 'গত মাসে ঋণের পরিমাণ ছিল ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ৪০০ কোটি ডলার বেশি। আগস্টে নেয়া ঋণের ক্ষেত্রে এটি ছিল এখন পর্যন্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ।'

ট্রেজারি বিভাগের চিফ সেক্রেটারি ড্যারেন জোনস মনে করেন, দেশের পাবলিক ফাইন্যান্স খাতকে কনজারভেটিভ নেতৃত্বাধীন সরকার যে উদ্বেগজনক অবস্থায় রেখে গেছে, রেকর্ড জাতীয় ঋণ তারই প্রতিফলন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রশ্নে লেবার পার্টিকে অবশ্যই অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

ড্যারেন জোনস বলেন, 'আমরা যখন ট্রেজারি বিভাগে আসি, তখন উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থনীতি হাতে পেয়েছি, তা শ্রমজীবীদের পক্ষে ছিল না। কভিড-১৯ মহামারীর সময়টা বাদ দিলে এর আগে কখনই আগস্টে এত ঋণ নেয়া হয়নি। ঋণের পরিমাণ জিডিপির ১০০ শতাংশে পৌঁছে গেছে, যা গত শতাব্দীর ষাটের দশকের পর সর্বোচ্চ।'

২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময় যুক্তরাজ্যের ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। এরপর আরো বেড়ে যায় কভিড-১৯ মহামারীর সময়। এছাড়া কয়েক বছরের শ্লথ অর্থনৈতিক গতিও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

জাতীয় ঋণের বিষয়টি অনেক দিন ব্রিটিশ অর্থনীতিতে আলোচিত বিষয় হয়ে রয়েছে। সামনে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। অর্থনীতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইওয়াই আইটেম ক্লাবের প্রধান অর্থ উপদেষ্টা ম্যাট সনেল বলেন, 'যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনো চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় রয়ে গেছে এবং বছরের বাকি সময় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে।'

কারণ হিসেবে ম্যাট সনেল বলেন, 'সরকারি খাতে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আগামী কয়েক মাসে সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হতে পারে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে শ্রমিকবহির্ভূত খাতেও ব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

যুক্তরাজ্যের রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলর রাচেল রিভস সম্প্রতি সতর্ক করে জানান, আগামী অক্টোবরে বাজেটের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে আয়কর, করপোরেশন কর ও ভ্যাট বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও জানান তিনি।

নাগরিকদের দৈনন্দিন খরচ কমাতে শীতকালীন জ্বালানি ভাতা প্রবর্তন করেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। গত মাসে এ ভাতা বাতিল করার ঘোষণা দেন রাচেল রিভস। সামাজিক সেবা সংস্কারের পরিকল্পনা স্থগিত করার পাশাপাশি সড়ক, রেল ও হাসপাতালে বিনিয়োগ কমানোর ঘোষণাও দেন তিনি। সূত্র : বণিক

৯ মাসে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ ২৫ হাজারেরও বেশি অভিবাসীর

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪: ব্যাপক কড়া পাহারার মধ্যেই ২০২৪ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৯ মাসে বছর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ২৫ হাজারেরও বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী। দেশটির স্বরাষ্ট্র গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, "গতকাল রোববার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে উত্তর ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ৭১৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। তাদেরকে হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা বলছি, চলতি ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন মোট ২৫ হাজার ৫২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী।"

আগের দিন শনিবার দেশটিতে প্রবেশ করেছিলেন ৭০৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যত সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন, তার চেয়ে চলতি ২০২৪ সালে প্রবেশ করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হার শতকরা হিসেবে ৪ শতাংশ বেড়েছে। তবে ২০২২ সালে দেশটিতে প্রবেশ করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের তুলনায় গত ৯ মাসের এই সংখ্যা শতকরা ২১ শতাংশ কম। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালের নির্বাচনে জিতে যুক্তরাজ্যে ক্ষমতায় আসে কনজারভেটিভ পার্টি। তবে নিজেদের মেয়াদের গত ১৫ বছরে এই ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন দেখাতে পারেনি দলটি।

গত জুলাইয়ের নির্বাচনে জয়ী হয় লেবার পার্টি। লেবার পার্টির শীর্ষ নেতা এবং যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্যাংগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর

যুক্তরাজ্যে রেকর্ড দামে বিক্রি শিল্পাচার্য জয়নুলের শিল্পকর্ম

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর আঁকা একটি চিত্রকর্ম উপহার দিয়েছিলেন সিডোমিল প্লাজেক নামের এক ব্যক্তিকে। সিডোমিল যখন জাতিসংঘের হয়ে বাংলাদেশে কাজ করতেন, তখন এই উপহার পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে আঁকা এই চিত্রকর্মটি গত বৃহস্পতিবার নিলামে বিক্রি হয়েছে। দাম উঠেছিল ৮ কোটি টাকার বেশি।

গত বৃহস্পতিবার চিত্রকর্মটি নিলামে তোলে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সদবি'স। সেখানেই চিত্রকর্মটি বিক্রি হয়। সদবি'সের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, কাগজের ওপর কালো কালির রেখা ও ওয়াশে করা চিত্রকর্মটিতে মাটির ওপর পড়ে থাকা মৃত মা ও শিশুর শরীরের অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি জয়নুলের 'মনপুরা ৭০' সিরিজের একটি কাজ। জয়নুল আবেদিন এসব বিখ্যাত ছবি আঁকেন দক্ষিণাঞ্চলের চর মনপুরায় ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর। এ ঝড়ে প্রাণ হারান লক্ষাধিক মানুষ। এ ছাড়া ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর আঁকা চিত্রকর্মগুলোও অনবদ্য।

সদবি'সের ওয়েবসাইটে এই চিত্রকর্মটির প্রাথমিক দাম ধরা হয়েছিল ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার পাউন্ড। তবে শেষমেশ সেটি ৫ লাখ ১৬ হাজার পাউন্ডে বিক্রি হয়, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা। কোনো বাংলাদেশি শিল্পীর চিত্রকর্মের দামের দিক থেকে এটি একটি রেকর্ড।

সদবি'সের ওয়েবসাইটে জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্মটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ক্রোয়েশিয়ার একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে সেটি নিলামে তোলা হয়েছে। চিত্রকর্মটি সিডোমিল নামের একজন পানিবিষয়ক গবেষককে উপহার দিয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন। তিনি বেশ কয়েক বছর ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। তখন জয়নুলের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়েছিল।

শিল্পাচার্য জয়নুলের জন্ম ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাবান এই শিল্পীকে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে ধরে নেওয়া হয়। ফুসফুসে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জয়নুল আবেদিনের আরও দুটি চিত্রকর্ম নিলামে তুলেছিল সদবি'স। সেগুলোর একটি ছিল তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সাঁওতাল দম্পতি'। ১৯৫১ সালে আঁকা ওই চিত্রকর্ম ৩ লাখ

Bangladesh Centre London
বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন

26th September,2024

Attention to all who applied for membership at the Bangladesh Centre:

We regret to inform you that the Council of Management (COM) of the Bangladesh Centre has decided to reject 44 applicants. The decision was made at two Executive meetings on December 23, 2021, and May 25, 2022, with Her Excellency in attendance. The decision was finally approved at the Council of Management meeting of Bangladesh Centre on July 23, 2023, and decided to refund the membership fee.
The first notice was issued on May 30, 2024, but we did not receive any requests for a refund.
A subsequent meeting of the Council of Management on August 28, 2024, resulted in the decision to refund the fees of the 41 rejected applicants because 3 applicants' cheques were unpaid. Those who have made payments must collect a cheque within 12 weeks from the Bangladesh Centre's office from September 26 to December 19, 2024. If the money is not collected by that time, it will be forfeited. Proper documentation and a signature will be required upon collecting the money from the Centre's office.

Please contact the office for collection.
Phone: 07949249660 / +442072299404.
Email: Office@bangladeshcentre.org

Note that the money will only be refunded to the person who deposited it. If you have deposited the money through somebody else, please contact them immediately. Also, after rejection, all the rejected applications were taken by Mr. Muhibur Rahman, Former Vice Chair on May 25, 2022. Therefore, we only have the list and amount of the applicants.

Kind Regards,
Md Delwar Hussain
General Secretary
Bangladesh Centre

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

নতুন দল গঠন করছেন করবিন

দেশ রিপোর্ট, ৪ অক্টোবর ২০২৪: লেবার পার্টির সাবেক লীডার জেরেমি করবিন এমপি নতুন দল গঠন করছেন । দলটির নাম হবে কালেক্টিভ। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করেন। ওই আনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে নতুন দল গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন ইউনাইটেড-এর জেনারেল সেক্রেটারি লেন ম্যাকক্লাস্কিসহ কয়েকজন প্রাক্তণ স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত ওই সভায় জেরেমি করবিন উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান থেকে জানানো হয়, তারা একটি নতুন দল গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

তবে করবিনের একটি ঘনিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, তিনি ”বামপন্থী লেবার নেতাকর্মীদের মতামত শোনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। দল গঠনের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেননি।

আয়োজকরা বলেছেন তারা আশা করেন ”একটি নতুন বাম দল হবে যারা পরবর্তী নির্বাচনে

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

লেবার থেকে এমপির পদত্যাগ, প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা

দেশ রিপোর্ট, ৪ অক্টোবর ২০২৪: লেবার পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কেন্টের ক্যান্টারবারী আসনের এমপি রোজি ড্যাউফিলড। এমপি রোজি ২০১৭ সাল থেকে লেবার পার্টির এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এখন স্বতন্ত্র এমপি হিসেবে পার্লামেন্টে এলাকার প্রতিধিত্ব করবেন। তাকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র এমপির সংখ্যা এখন ১৪ জন। এর আগে টু চাইলড বেনিফিট পরিবর্তনের পক্ষে

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে নতুন আইন

টিপসের অর্থ নিতে পারবে না মালিকপক্ষ

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : ব্রিটেনের হসপিটালিটি বা সেবা খাতের সকল কর্মীকে কাস্টমারের কাছ থেকে প্রাপ্ত টিপসের অর্থ যথাসময়ে বুঝিয়ে দেওয়া বাধ্যতামুলক করেছে সরকার ।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে নতুন এই আইন কার্যকর হয়েছে। কাস্টমারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টিপস-সেটা নগদ হোক কিংবা ব্যাংক কার্ড দিয়ে পরিশোধ হোক, তা স্টাফকে দিয়ে দিতে হবে। মালিকপক্ষ কিছুতেই নিতে পারবে না। যে মাসে এই টিপস সংগ্রহ হবে পরবর্তী মাসের শেষ দিকে সকল কর্মীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে কর্মীদের আগের নিয়মেই টিপসের অর্থের ওপরও ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে।

এই আইন যুক্তরাজ্যের সেবাখাতে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হলেও আশা করা হচ্ছে- রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, বার, পাব, হেয়ারড্রেসার ও ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসাবে যারা কাজ করছেন তারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। নতুন আইনের ফলে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের ৩০

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK
টাকা পাঠান বাংলাদেশে
অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK
50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'
কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk
0207 247 9670
IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

সাংবাদিক তুরাবের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ

প্রয়োজন হলে জামায়াতের সাথে এক হয়ে কাজ করব : চরমোনাই পীর

ঢাকা, ২ অক্টোবর : বুধবার (২ অক্টোবর) বিকেলে মহানগরের যতরপুরে তুরাবের বাসায় সাক্ষাতের সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে তিনি সিলেটে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলীতে নিহত সাংবাদিক দৈনিক নয়া দিগন্তের সিলেট ব্যুরো প্রধান আবু তাহের মোঃ তুরাবের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তার পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। একইসাথে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান তিনি।

পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম শায়খে চরমোনাই বলেন, মানবতার স্বার্থে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সবসময় কাজ করবে। নির্বাচনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছু সময় নেবে, এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রয়োজন হলে জামায়াতের সাথে এক হয়ে কাজ করব। শেখ হাসিনার প্রেতাত্মারা এখনো রয়ে গেছে। মানুষ এখনো মুক্তি পায়নি। আমরা চাই জুলুম নির্যাতন থেকে মানুষ মুক্তি পাক।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই নগরীর কোর্ট পয়েন্টে (বর্তমান শহীদ সাংবাদিক তুরাব চত্বরে) পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের গুলীতে নিহত হন দৈনিক নয়া দিগন্তের সিলেট ব্যুরো প্রধান ও দৈনিক জালালাবাদের স্টাফ রিপোর্টার এ টি এম তুরাব।

প্রশাসনে এখনও বহাল আওয়ামী লীগের দোসররা: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ২ অক্টোবর : 'প্রশাসনে এখনও আওয়ামী লীগের দোসররা বহাল তবিয়তে কাজ করছে বলেই দেশে নতুন করে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব আওয়ামী দোসরদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে এর দায় পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসন থেকে মুক্ত হয়ে জনজীবনে যে স্বস্তির বাতাস বইছে, সেটিকে নির্মূল করতেই এ ধরনের ঘৃণ্য ঘটনা ঘটানো হচ্ছে যা খুবই উদ্বেগজনক।' বুধবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দেশে গুমের শিকার পরিবারগুলোর গড়ে তোলা সংগঠন 'মায়ের ডাক' এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি ও বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের ভাই সাইফুল ইসলাম শ্যামলকে ৩০ সেপ্টেম্বর তাদের শাহীনবাগের বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অশালীন আচরণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম এ বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, প্রায় এক যুগ আগে গুম হয়েছেন বিএনপি নেতা সাজেদুল হক সুমন। গুম হওয়ার পর সাজেদুল হক সুমনের পরিবার মানসিকভাবে বিপদগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। ছেলে সুমনের জন্য তার মা কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। গুম হওয়ার এত বছর পর আবারও সেনাবাহিনীর পরিচয়ে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাজেদুল হক

সুমনের ভাই সাইফুল ইসলাম শ্যামলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পরিবারটি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ আওয়ামী সরকারের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও সানজিদা ইসলাম তুলির ভাই সাইফুল ইসলাম শ্যামলকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দেশবাসী শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এই পরিবারটিকে হয়রানি করা বিপদগ্রস্ত একটি পরিবারের সঙ্গে রসিকতা। বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে দায়ের করা মামলায় নির্যাতিত সাইফুল ইসলাম শ্যামল। তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না হলেও কোন অপরাধে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়।

মির্জা ফখরুল আশা প্রকাশ করে বলেন, দেশকে অস্থিতিশীল করার সঙ্গে জড়িত কুচক্রী মহলের অপতৎপরতা বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার জোরালো ভূমিকা পালন করবে। গুমের শিকার পরিবারগুলোর গড়ে তোলা সংগঠন 'মায়ের ডাক' এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলির পরিবারের সঙ্গে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে নিন্দা, প্রতিবাদসহ এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য জোরালো আহ্বান জানান তিনি।

সাকিব ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব তলব

ঢাকা, ২ অক্টোবর : পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে ক্রিকেট তারকা ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সাকিবের সঙ্গে স্ত্রী উম্মে রোমান আহমেদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিএফআইইউ থেকে এই চিঠি দেয়া হয়।

এর আগে, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে

সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ২৪ সেপ্টেম্বর সাকিব আল হাসানকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে। সাকিব দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে মাগুরা-১ আসন থেক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর আদাবর থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় আসামি করা হয় তাকে। জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়কের ব্যবসায় হাতেখড়ি রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে। এরপর ধীরে ধীরে পুঁজিবাজার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, প্রসাধনী, ট্রাভেল এজেন্সি, হোটেল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, কাঁকড়া ও কুঁচের খামারসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেন। সবশেষ যুক্ত হন ফুটওয়্যার ও ই-কমার্স ব্যবসায়। মোনার্ক মার্ট সাকিব আল হাসানের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান।

এবার শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ্যে

ঢাকা, ২ অক্টোবর : জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এবার পূর্ণাঙ্গ কমিটির পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের ছাত্র সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সেক্রেটারির পরিচয় প্রকাশের তৃতীয় সপ্তাহে বুধবার কমিটির সবার নাম প্রকাশ হয়।

সংগঠনটির ফেইসবুক পেজে ১৪ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর শাখা শিবিরের সভাপতি সাদিক কায়েম সংবাদ কর্মীদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে একটি বার্তা দেন।

তিনি বলেন, "অন্যান্য সংগঠনের মত করে আমাদের কমিটি হয় না। এজন্য আমাদের কমিটিতে সদস্য সংখ্যা কম মনে হতে পারে। ছাত্রদের নীতি নৈতিকতা, স্কিল ডেভেলপমেন্টসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। সেই বিভাগগুলো আমাদের কার্যক্রমগুলো তদারকি করে থাকে।"

কমিটি গত জানুয়ারিতে গঠিত হয়েছে জানিয়ে তিনি লিখেন, "'ফ্যাসিস্ট' সরকারের নির্যাতন নিপীড়নের কারণে আমরা তা পাবলিকলি প্রকাশ করতে পারিনি। ২৪ এর ছাত্র জনতার গণ

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং শহীদদের আত্মত্যাগের ফলে দেশ 'ফ্যাসিবাদের' মুক্ত হয়েছে এবং আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পেয়েছি।"

আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ ছিল না জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের। এমনকি শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের হেনস্তার মুখোমুখিও হতে হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ধীরে ধীরে কাটতে থাকে এই বাধা। ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরাও যে সেই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, ধীরে ধীরে তা প্রকাশিত হচ্ছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের যে বৈঠক হয় তাতে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি পরিচয়ে যোগ দেন সাদিক কায়েম। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার দা সূর্যসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। তার মাস্টার্স শেষ হয়েছে।

সরকার পতন আন্দোলনের ডাক দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কায়েমের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও সামনে এসেছে। ৮ অগাস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাগত জানাতে তিনি বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন, শপথ অনুষ্ঠানেও বঙ্গভবনে যোগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সভাপতির পরিচয় প্রকাশের পরদিন প্রকাশ পায় সেক্রেটারি এস এম ফরহাদের পরিচয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের কবি জসীম উদ্দিন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একটি শাখা কমিটিতে ফরহাদের নাম ছিল। ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তার ছবিও ভাইরাল হয়েছে।

তবে ফরহাদ দাবি করেছেন, ছাত্রলীগের সঙ্গে তার কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল না। তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটিতে পদ চেয়ে কখনো জীবনবৃত্তান্ত জমা দেননি। কীভাবে শাখা কমিটিতে কীভাবে তার নাম উঠে, তা তার জানা নেই।

ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ছবির বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল এমন: "হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি ও ডিপার্টমেন্ট ডিবেটিং ক্লাবের সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ডিবেটের বিভিন্ন আয়োজনে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমার উপস্থিত থাকার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। এগুলোর সবগুলোই ছিল ডিবেট ক্লাব সংশ্লিষ্ট আয়োজন। কোন রাজনৈতিক আয়োজন নয়।"

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৯ দফা ফরহাদের পরামর্শে করা হয় বলে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে প্রকাশ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আবদুল কাদের।

শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটির কেউ অন্য কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে কোনো তথ্য এখনও প্রকাশ পায়নি।

তারা কারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন, লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের মহিউদ্দিন খান, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক পদে হোসাইন আহমাদ জুবায়ের, ছাত্র আন্দোলন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম, অফিস সম্পাদক ইমরান হোসাইন, বায়তুল মাল সম্পাদক আলাউদ্দিন আবিদ ও দাওয়াহ ও ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক হামিদুর রশিদ জামিল।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে আছেন নূরুল ইসলাম নূর, বিজ্ঞান ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. ইকবাল হায়দার, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মো. আনিছ মাহমুদ ছাকিব, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক রিয়াজুল মিয়া, ব্যবসায় শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হাসান মোহাম্মদ ইয়াসির ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আমিন।

এসআইপিজি জরিপের তথ্য

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দুই বছর চান ৫৩ শতাংশ ভোটার

ঢাকা, ২ অক্টোবর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দেশের ৯৭ শতাংশ ভোটার আস্থাশীল। এই সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই বছর বা আরও কম হওয়া উচিত বলে মনে করেন ৫৩ শতাংশ ভোটার। এছাড়া ৪৭ শতাংশ চান এই মেয়াদ হওয়া উচিত ৩ বছর বা আরও বেশি।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভার্নেন্সের (এসআইপিজি) জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। বুধবার (০২ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে

'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে নাগরিকদের প্রত্যাশা' শীর্ষক জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়।

জরিপের তথ্য ও ফলাফল উপস্থাপন করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. আকরাম হোসেন। তিনি জানান, গত ৯-১৯ সেপ্টেম্বর দেশের ৮টি বিভাগের ১৭টি জেলায় মোট ১ হাজর ৮৬৯ জনের ওপর জরিপটি করা হয়। উত্তরদাতাদের বৃহত্তম অংশ (৬৩%) মধ্যবয়সী (২৮-৫০ বছর), ২২ শতাংশ জেনারেশন জেড (১৮-২৭ বছর) এবং ১৪ শতাংশের বয়স ৫০ বছরের ওপরে। এছাড়া জরিপের উত্তরদাতাদের ৫৪ শতাংশ শহরাঞ্চলের। ৪৬ শতাংশ গ্রামীণ অঞ্চলের।

ফলাফলে দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৭২ শতাংশ ছাত্রদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন।

জরিপে দেখা গেছে, ৯৬ শতাংশ লোক সমর্থন করেন যে, প্রধানমন্ত্রী পদে এক ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না। ৪৬ শতাংশ মনে করেন, সাংবিধানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রয়োজন। সংবিধানে ছোটখাটো সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন ৩৫ শতাংশ। আর ১৬ শতাংশ সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা সংবিধানের পক্ষে মত দিয়েছেন। বাকি ৩ শতাংশ সংবিধানে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই বলে মত দেন।

জরিপে আরও জানা যায়, নাগরিকরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে তাদের বন্যা ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের ওপরও নাগরিকদের আকাক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক

ঢাকা ডেস্ক, ২ অক্টোবর : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগকে সমর্থন করতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাড়ে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহজশর্তে ঋণ প্রদান করবে। নিউইয়র্ক স্থানীয় সময় ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট এই সহায়তার ঘোষণা দেন।

অধ্যাপক ইউনূসের দীর্ঘদিনের বন্ধু অজয় বাঙ্গা বলেন, কমপক্ষে ২ বিলিয়ন ডলার হবে নতুন ঋণ এবং আরও ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিদ্যমান কর্মসূচি থেকে পুনঃব্যবহার করা হবে।

তিনি জানান, বিশ্বব্যাংক ডিজিটালাইজেশন, তারল্য সঙ্কট উত্তরণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এবং পরিবহন খাতের সংস্কারে সহায়তা দিতে এই ঋণ দেবে।

সাক্ষাৎকালে অধ্যাপক ইউনূস অন্তর্বতীকালীন সরকার গৃহীত

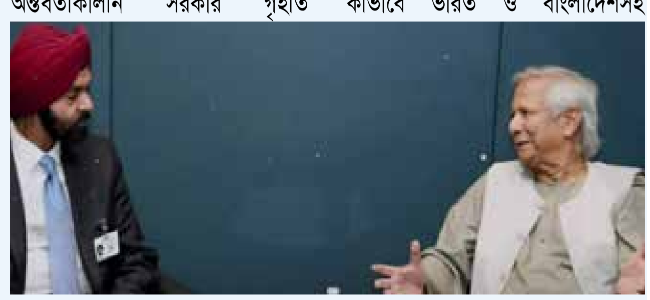

ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচির জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তা কামনা করেন। তিনি বিশ্বব্যাংকের ঋণ কর্মসূচিতে উদ্ভাবন আনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'দেশ পুনর্গঠনের এটি একটি বড় সুযোগ।"

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি খাতের সহযোগিতা এবং নেপাল ও ভুটানে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ কীভাবে ভারত ও বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ভাগ করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের নতুন যাত্রায় মার্কিন ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব চান ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক, ২ অক্টোবর : বাংলাদেশের নতুন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব চেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, বহুমুখী সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের একটি হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সংলাপে ড. ইউনূস এসব কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি এখানে আপনাদের কথা শুনতে এসেছি এবং আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশ কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ চাই। আমাদের এই নতুন যাত্রায় আপনাদের অংশীদারত্ব চাই।'

'ইউএস-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি কাউন্সিল' শীর্ষক এ সংলাপের আয়োজন করে ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল (ইউএসবিবিসি)।

এ সময় ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ শুধু ১৭ কোটি মানুষের উদীয়মান বাজার নয়। এটি বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভোক্তা বাজারের একটি হিসেবে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের ৩০০ কোটি মানুষের বাজার ধরার সম্ভাবনাময় জায়গায় রয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক সফররত প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'কোনো দেশই সমস্যামুক্ত নয়। বাংলাদেশও সমস্যামুক্ত নয়। তবে আমি একটি বিকাশমান বাংলাদেশ দেখি, যে দেশটি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন তার ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির অধীনে সরবরাহ কাঠামো বৈচিত্র্যকরণের দিকে নজর দিচ্ছে, বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে সেই লক্ষ্য পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠার উপযুক্ত। আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সরবরাহ কাঠামো বৈচিত্র্যকরণে আমরা সবকিছু করব।

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রধান রপ্তানির দেশ এবং আমাদের বিদেশি বিনিয়োগে শীর্ষ উৎস। কিন্তু বাণিজ্য অস্বাভাবিক রকমের কম।'

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি জানি, আপনাদের কিছু কোম্পানি মুনাফা দেশে ফেরত পাঠাতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। স্পষ্টভাবে বললে, গত কয়েক বছর ধরে আমরা একটি বৈদেশিক হিসাব ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছি। এই পরিস্থিতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে পাচার হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের সরকার এখন এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আর হ্রাস না পায়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে

যেসব পুলিশ সদস্য কাজে ফেরেনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ঢাকা, ২ অক্টোবর : গণঅভ্যুত্থানের পর যেসব পুলিশ সদস্য এখনো কাজে যোগ দেননি তাদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। উপদেষ্টা বলেন, ১৮৭ জনের মতো পুলিশ সদস্য অনুপস্থিত ছিল। এরপর মনে হয় আর কেউ যোগদান করেন নি। যারা যোগ দেননি, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তাদের আমরা পুলিশ বলবো না, তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। পুলিশ বাহিনী সংস্কার প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পুলিশ সংস্কারের কাজ ১লা অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। সংস্কারের কাজটা আমি করছি না। এ জন্য আলাদা কমিটি করে দেয়া হয়েছে। ওই কমিটি কাজটি করবে। তারা আমাদের কাছে প্রতিবেদন দেবেন। সেই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংস্কার হবে।

সমপ্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতা নিয়ে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি হওয়ার পরে ইউপিডিএফ হাতিয়ার সমর্পণ করেনি। জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) কেবল হাতিয়ার সমর্পণ করেছিল। ইউপিডিএফ ও জেএসএসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঝামেলা আছে। অন্যান্য যারা আছে তাদের মধ্যেও ঝামেলা আছে। তারা সবাই মিলেমিশে কীভাবে থাকতে পারে সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় তারা বাইরে থেকেও কিছু অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। ওটা যাতে না পায় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। আসন্ন দুর্গাপূজার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আশা করছি-এবারের পূজা সবচেয়ে নির্বিঘ্ন ও ভালো হবে। পূজার ছুটি তিনদিন করার দাবি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। এমনকি পূজার তিন দিন ছুটি নিয়ে আমি কোনোদিন কিছু বলিনি। এটা আমার আওতার মধ্যে পড়ে না।

তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদার সাজা স্থগিত

ঢাকা, ২ অক্টোবর : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানকে আদালতের দেওয়া দণ্ডাদেশ স্থগিত করেছে সরকার।

বুধবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ডা. জুবাইদা রহমানের সাজা স্থগিতের বিষয়ে দাখিল করা আবেদন এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত দন্ডাদেশ বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পণপূর্বক আপিল দায়েরের শর্তে এক বছরের জন্য স্থগিত

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice
Winner: AAT Licensed Member of the Year 2017
ACCOUNTING TECHNICIAN
AWARDS 2017
AAT Magazine Cover Page July-August 2017
TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
quickbooks
FreeAgent
ClearBooks
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
App Store
Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

ব্যাংকে গচ্ছিত ৭,৩৯৮ ভরি সোনা বেচে দেন আ'লীগ নেতা

ঢাকা, ২ অক্টোবর : সমবায় ব্যাংকে সোনা জমা বা বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছিলেন সাধারণ গ্রাহকেরা। গ্রাহকদের সেই সম্পদ ভুয়া মালিক সাজিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান। তাঁর নাম মহিউদ্দিন আহমেদ, যিনি যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এখন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের (দক্ষিণ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

নথিপত্র বলছে, সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকার সময় ২০২০ সালে মহিউদ্দিন আহমেদ মোট ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি সোনা বিক্রি করে দেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ব্যাংকটির ২ হাজার ৩১৬ জন গ্রাহক।

সোনা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা তদন্ত শুরু করেছিল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যাদের অধীনে সমবায় ব্যাংক পরিচালিত হয়। সমবায় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সেই তদন্ত প্রভাব খাটিয়ে থামিয়ে দেন মহিউদ্দিন আহমেদ। ২০২১ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সোনা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় মামলা করে। মামলার এজাহারে ৯ আসামির মধ্যে মহিউদ্দিনের নাম ছিল ১ নম্বরে। তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অভিযোগপত্র থেকে নিজের নামটিও বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মহিউদ্দিন আহমেদ আত্মগোপনে চলে গেছেন।

সমবায় ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার ও সমবায় উপদেষ্টা হাসান আরিফের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। গত রোববার কুমিল্লার কোটবাড়ীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সমবায় ব্যাংকের অবস্থা দেখতে গিয়ে জানলাম, ১২ হাজার ভরি (দুদকের মামলায় ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি) সোনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাঁরাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার মন্তব্যের পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সমবায় ব্যাংকে সোনা বন্ধক রাখা গ্রাহকদের মধ্যে। গত সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার মতিঝিলে সমবায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনেক গ্রাহক জড়ো হন। অনেকে বন্ধক রাখা সোনা দেখানোর দাবি করেন।

সমবায় ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক আহসানুল গনি প্রথম আলোকে বলেন, এটা ঠিক যে ২০২০ সালে বন্ধককৃত সোনা বিক্রি নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। দুদকের প্রতিবেদনেও তা উঠে এসেছে।

সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন গ্রাহকদের এই সোনা বিক্রি করেছেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য ১০০ কোটি টাকা।

যেভাবে জালিয়াতি

সমবায় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়। এটি বিশেষায়িত ব্যাংক। পরিচালিত হয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে। সমবায় ব্যাংকে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া যায়। প্রতি ভরি খাঁটি সোনার (খাদ বাদে) বিপরীতে এখন ৫৫ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া যায়। সুদের হার ১৭ শতাংশ। বাড়তি ১ শতাংশ বিমা খরচ দিতে হয়। ঋণ নেওয়ার পর সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করে সোনা ফেরত নিতে পারেন গ্রাহকেরা। নিয়ম অনুযায়ী, কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা শোধ করতে না পারলে বন্ধক রাখা সোনা নিলামে বিক্রি করা যায়।

দুদকের মামলার এজাহার বলছে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর সময়ে সমবায় ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ বন্ধক রাখা সোনা নিলামে না তুলে ভুয়া মালিক সাজিয়ে বিক্রি করে দেন। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করা হয়। মহিউদ্দিন আহমেদকে জালিয়াতিতে সহায়তাকারীদের একজন সমবায় ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) নুর মোহাম্মদ। তিনি মহিউদ্দিন আহমেদের ভাগনে। দুদকের মামলায় নুর মোহাম্মদ ৬ নম্বর আসামি। মামলাটি এখন বিচারাধীন।

মহিউদ্দিন আহমেদ সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন ২০০৯ সালে। তখন তিনি যুবলীগের নেতা ছিলেন। সমবায় সমিতি আইনে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের তিন মেয়াদের বেশি থাকার সুযোগ নেই। সে হিসাবে

চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁর ২০১৮ সালে বিদায় নেওয়ার কথা। যদিও ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। ২০২২ সালে তিনি সমবায় ব্যাংক থেকে বিদায় নেন।

দুদকের মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২০ সালে মতিঝিলে সমবায় ব্যাংকের সদর দপ্তরে জমা রাখা সোনা ফেরত নিতে অনেক গ্রাহক আবেদন করেন। এর মধ্যে ৪৫৫টি আবেদন যাচাই-বাছাই করে দুদক। তাতে দেখা যায়, ৩৩৫টি আবেদনপত্রে মূল নথিপত্রের সঙ্গে স্বাক্ষর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মিল নেই। অর্থাৎ, ভুয়া মালিক সাজিয়ে সোনা ফেরত নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। পরে সেই সোনা বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে বাকি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

জালিয়াতি করে ঢাকা সমবায় অফিসে বিক্রি করা হয়েছে ১ হাজার ৫৯৪ ভরির কিছু বেশি সোনা। অন্যদিকে সমবায় ব্যাংকের সদস্য প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেড সোনা বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেখানকার সোনা পুনঃ বন্ধক রাখে সমবায় ব্যাংক। দুদকের মামলার এজাহার বলছে, নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেডের ৫ হাজার ৮০৩ ভরির কিছু বেশি সোনা একই কৌশলে বিক্রি করে দেন মহিউদ্দিন আহমেদ।

দুদকের মামলার এজাহার অনুযায়ী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ২ হাজার ৩১৬ জন গ্রাহকের ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি সোনার তৎকালীন বাজারমূল্য ছিল ৪০ কোটি টাকার বেশি। এর বিপরীতে ঋণের সুদ ও আসল ছিল প্রায় ২৯ কোটি টাকা। এই টাকা পরিশোধ দেখিয়ে ১১ কোটি টাকা ৪০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেডে ২০১১ সালে আট ভরি সোনা বন্ধক রেখে ৯৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন রাজধানীর স্বামীবাগ এলাকার বাসিন্দা কাকলি জাহান। পরে ঋণের সুদ ও আসল বাবদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা দিয়ে সোনা ফেরত আনতে গেলে তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। এক বছর ধরে ঘুরছেন তিনি।

কাকলি জাহানের জমা রাখা সোনার এখনকার বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। তিনি সমিতিতে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন। কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। গতকাল বিকেলে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, 'সমবায় ব্যাংকে আমার কিছু সোনা বন্ধক রাখা আছে। সমবায় উপদেষ্টার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, সেটাও

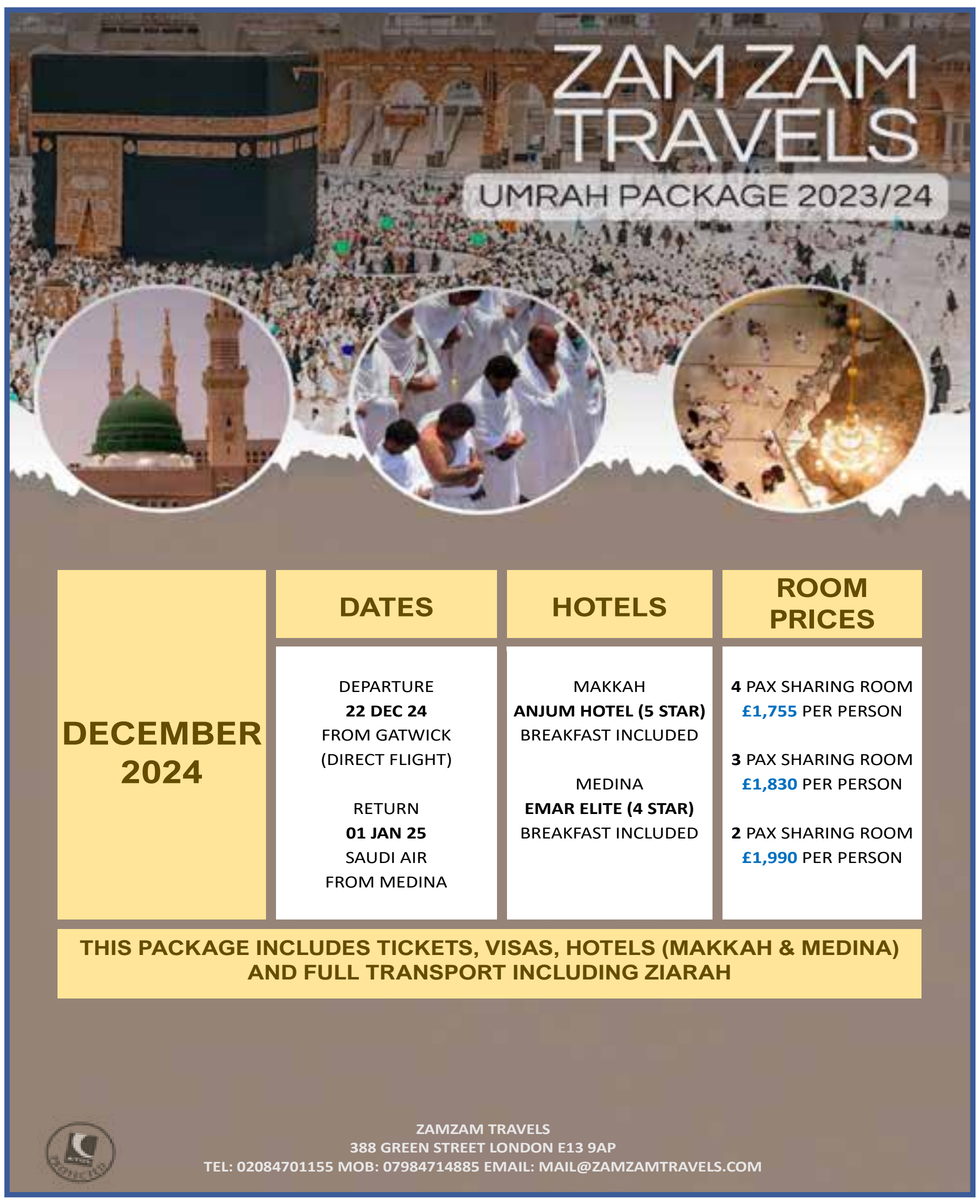

আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

খাগড়াছড়িতে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা, তদন্ত কমিটি

ঢাকা, ২ অক্টোবর : খাগড়াছড়িতে আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা এবং পরবর্তীতে ঘটা সহিংসতার বিষয় তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বুধবার (২ অক্টোবর) খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান এই তথ্য জানিয়েছেন। একইসঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকার কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছি। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য জন্য কমিটি করা হয়েছে। নতুন করে যাতে সহিংসতা না বাড়ে সেজন্য নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

শিক্ষক হত্যার ঘটনায় আজও থমথমে খাগড়াছড়ি, চলছে ১৪৪ ধারাশিক্ষক হত্যার ঘটনায় আজও থমথমে খাগড়াছড়ি, চলছে ১৪৪ ধারা খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আরেফিন জুয়েল জানিয়েছেন, খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়া ও মারধরের অভিযোগে সদর থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে খাগড়াছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

নিহত শিক্ষকের নাম আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানা; তিনি সিভিল কন্স্ট্রাকশন অ্যান্ড সেফটি বিভাগের ইন্সট্রাকটর ছিলেন।

এ ঘটনার পর জেলা শহরের পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শহরের চেঙ্গী স্কয়ার, মহাজনপাড়ায় দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ, সেনাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বিকাল ৩টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে জেলা প্রশাসন।

ডা. শফিকুর রহমান বললেন

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সেবকের পরিচয় দেবে জামায়াত

ঢাকা, ২ অক্টোবর : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে নিজেদের জনগণের শাসক নয়, সেবক ও খাদেম পরিচয় দেবে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত কর্মীরা আজীবন সমাজকর্মী হয়ে থাকবে।

বুধবার রাজধানীর বকশীবাজারে কারা কনভেনশন সেন্টারে চকবাজার থানা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, আওয়ামী লীগ ঘরে ঘরে চাকরি দেবে বলে ঘরে ঘরে মামলা আর লাশ দিয়েছে। জনগণের টাকায় কেনা অস্ত্র দিয়ে জনগণকেই হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। বিগত ১৫ বছর দেশের প্রতিটি নাগরিক কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগের জুলুমের শিকার হয়েছে।

আগামী নির্বাচন নিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যারা বলে আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না, তাদের বলব আওয়ামী লীগ নির্বাচন কবে চেয়েছে? ২০১৪ সালে একদলীয় নির্বাচন। ২০১৮ সালে রাতের ভোট, সবশেষ ২০২৪ সালে ডামি ভোট করা আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ও নির্বাচন বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায়, শুধু ভয় নয় চরম ভয় পায়। সে জন্য বিরোধী দলমত সহ্য করতে পারে না। বিরোধী দলমত দমন করে তারা চেয়েছে আজীবন ক্ষমতায় টিকে থাকতে। কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা চালিয়েও টিকে থাকতে না পেরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে গোষ্ঠীসহ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে।

নতুন বাংলাদেশকে আর কোন মাফিয়ার হাতে যেতে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে রফিকুল ইসলাম খান বলেন, দুর্নীতিমুক্ত, চাঁদাবাজমুক্ত, দখলদারমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শবান নেতৃত্বের। সেই নেতৃত্বে

রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জামায়াত আমির বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। দলমত ভিন্ন হতে পারে তবে জাতীর স্বার্থে এক হয়ে যাব। কোনো বিভাজন সহ্য করা হবে না। যারা বিভাজন সৃষ্টি করবে তারা জাতীয় শত্রু। নির্বাচনি রোডম্যাপের আগে সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানাই।

চকবাজার থানা আমির আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মো. রফিকুল ইসলাম ও আবুল হোসেন রাজনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম।

দেশে ফিরলেন মিজানুর রহমান আজহারী

ঢাকা, ২ অক্টোবর : দেশে ফিরেছেন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী। বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর দেওয়া ওই পোস্টে আজহারী বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, সালামাতে প্রিয় মাতৃভূমিতে এসে পৌছালাম। পরম করুণাময় এই প্রত্যাবর্তনকে বরকতময় করুন। দুআর নিবেদন।'

আলাদা পোস্টে মিজানুর রহমান আজহারীর মামা মোশারফ হোসেন বিমানবন্দরে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছার ছবি পোস্ট করেন। তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় রাহবার এখন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে'। এর আগে, গত ৬ আগস্ট শিগগির দেশে ফিরছেন বলে জানিয়েছিলেন মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, অনেকে আমাকে মেসেজ করে ও ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমি কবে দেশে ফিরবো। আমি তাদের বলতে চাই, আমি দ্রুতই দেশে ফিরবো। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষাতে রয়েছি আমি নিজেও। শিগগির সাম্য, মানবিকতার মুক্ত-স্বাধীন, বাংলাদেশে আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া চলে যাওয়ার ঘোষণা দেন মিজানুর রহমান আজহারী। এরপর থেকে মালয়েশিয়াতেই অবস্থান করছিলেন তিনি। তখন এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, 'পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে এখানেই এবছরের তাফসির প্রোগ্রামের ইতি টানতে হচ্ছে। তাই, মার্চ পর্যন্ত আমার বাকী প্রোগ্রামগুলো স্থগিত করা হল। রিসার্চের কাজে আবারও মালয়েশিয়া ফিরে যাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুযোগ করে দিলে আবারও দেখা হবে ও কথা হবে ইনশাআল্লাহ।'

হাসিনার পতনের পর নিউইয়র্কে প্রাণ খুলে গাইলেন বেবী নাজনীন

ঢাকা, ২ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রাণ খুলে গান গেয়ে দর্শকশ্রোতা মাতালেন প্রবাসী জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা বেবী নাজনীন। বিএনপির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে বাংলাদেশে তার পেশাগত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে দেশের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে দেখা গেছে বেবী নাজনীনকে।

সরকার পতনের পর এই প্রথম নিউইয়র্কে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রাণ খুলে গান গেয়ে প্রবাসীদের মাতিয়ে তোলেন বেবী নাজনীন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর প্রাণ খুলে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন বেবি নাজনীনের প্রবাসী ভক্ত ও আশা গ্রুপ অব কোম্পানি।

গত সোমবার নিউইয়র্কের কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন তার ফ্যানস ক্লাব।

অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেবি নাজনীন তার জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে দর্শকশ্রোতাদের আনন্দ দেন।

গানগুলো ছিল- ওই রংধনু থেকে, এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল, কাল সারা রাত ছিল স্বপনেরও রাত, দুদচোখে ঘুম আসে না তোমাকে দেখার পর, আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেলোরে মরার কোকিলে, লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে, প্রিয়তমা, সারা বাংলায় খুঁজি তোমারে, ও বন্ধু তুমি কই কই রে-এ প্রাণো বুঝি যায় রে, মানুষ নিস্পাপ পৃথিবীতে আসে ও পত্রমিতা।

আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ কাশেম ও শারমিন সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের মাঝে বক্তব্য দেন আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও এবং আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান আকাশ রহমান ও আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান এশা রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি

বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ, কমিটির প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, প্রধান সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান জিল্লু, আহবায়ক জসিম ভূইঁয়া, সদস্য সচিব, মোহাম্মদ কাশেম ও যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার থাকছেন সাপ্তাহিক সাদাকালো।

বেবি নাজনীন বহু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়ে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

আধুনিক সংগীতের সর্বাধিক সংখ্যক একক, দ্বৈত ও মিশ্র অডিও অ্যালবামের শিল্পী বেবী নাজনীন তার সংগীত জীবনের শুরু থেকেই অডিও মাধ্যম, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং দেশ-বিদেশের মঞ্চ মাধ্যম মাতিয়েছেন সমান তালে। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের মাধ্যমে বাংলা গানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন উত্তরবঙ্গের দোয়েল খ্যাত এই সংগীত তারকা।

কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে পরিবার নিয়ে বাস করতেন বেবী নাজনীন। এখন একমাত্র ছেলে মহারাজ অমিতাভকে নিয়ে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াতে আছেন। ছেলে ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টোন থেকে আইটি নিয়ে স্নাতক শেষ করেছেন। ইন্টার্ন করছেন।

বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে বাংলাদেশে তার পেশাগত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলের শুরু থেকেই। তবে দেশের বাইরে বিভিন্ন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

গণত্রাণের ১০ কোটি টাকা ব্যাংকে আছে

ঢাকা, ২ অক্টোবর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) বন্যার্তদের জন্য গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে ত্রাণ কার্যক্রমের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গণত্রাণের ৯ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ২১৩ টাকা দুটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে। বাকি ১ কোটি ৯১ লাখ টাকা দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যাকবলিত জেলাগুলোর মানুষের জন্য খরচ করা হবে।

মঙ্গলবার রাতে টিএসসি মিলনায়তনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। ত্রাণ কার্যক্রমের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশসহ উত্তরবঙ্গে ত্রাণ কার্যক্রম এবং সার্বিক পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

ত্রাণ সংগ্রহ কার্যক্রমে কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি বলে জানান চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আজিজ হালিম খায়ের চৌধুরী ও অডিটর গোলাম ফজলুল কবির।

সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, মোট ১১ কোটি ৬৯ লাখ ৮৪ হাজার ৪২০ টাকার তহবিল সংগ্রহ হয়েছিল। এর মধ্যে ৯ কোটি ৮৫ লাখ ১৫ হাজার ৪২৫ টাকা নগদ এবং বাকি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং, প্রাইজ বন্ড, ডলার ও অন্যান্য মাধ্যমে আসে। এর মধ্যে মোট খরচ হয়েছে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৩৩ হাজার ২০৭ টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্টে ৯ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ২১৩ টাকা রয়েছে।

ফজলুল কবির বলেন, 'তাঁরা (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) জরুরি ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়েছিলেন। তবে আমরা বলেছি, এগুলো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে থাকা উচিত নয়। এতে আইনগতভাবে এর মালিকানা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হাতে থাকে না। তাঁরা আমাদের কথা শুনেছেন।'

সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও জাতীয় বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্রের সদস্য লুৎফর রহমান বলেন, 'আমরা এই টাকাটা দুইভাবে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৮ কোটি টাকা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে আমাদের পাঁচটি টিম সেখানে গেছে। সেখানে জেলা প্রশাসন ও ছাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমরা আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করব। আগামীকাল থেকেই সেটি শুরু হবে।'

তহবিলে টাকা বেড়ে যাওয়ার কারণ

ত্রাণ কার্যক্রম স্থগিত করে গত ৪ সেপ্টেম্বর একটি আর্থিক হিসাব দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেখানে ১১ কোটি ১০ লাখ ১৩ হাজার ৫৬৯ টাকা আয় এবং ১ কোটি ৭৫ লাখ ১২ হাজার ৭৯৪ টাকার হিসাব দেওয়া হয়। সেই হিসাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে অবশিষ্ট ছিল ৯ কোটি ৩৫ লাখ ৭৭৫ টাকা। কিন্তু নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবশিষ্ট রয়েছে ৯ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ২১৩ টাকা।

অবশিষ্ট টাকার এই অমিলের বিষয়ে জানতে চাইলে সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আমাদের আগের হিসাব ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এরপরও আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে অর্থ এসেছে, যেগুলো অডিটে যোগ হয়েছে। এ ছাড়া অনেকগুলো চেক এসেছিল, যেগুলো আমরা তখন ক্যাশ করাতে পারিনি। সেগুলো ক্যাশ করার পর এখানে যুক্ত করা হয়েছে। অনেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে চেক দিয়েছেন। কিন্তু তখনো এই নামে আমাদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না।'

হাসনাত বলেন, 'ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে অনেকে গয়না দিয়েছেন, যেগুলো আমরা বিক্রি করে টাকা পেয়েছি। টিএসসিতে ত্রাণ কার্যক্রমের পর থেকে যাওয়া কার্টুন এবং অন্যান্য সামগ্রী বিক্রির টাকা যোগ হয়েছে। এ ছাড়া এক বস্তার মতো কয়েন ছিল, যেখানে ২ লাখ টাকার বেশি হয়েছে। এগুলো আগে গণনা করা যায়নি। এসব কারণে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ বেড়ে গেছে। একজন ব্যক্তি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ৩০ লাখ টাকার একটি চেক দিয়েছিলেন, কিন্তু অ্যাকাউন্ট না থাকায় তখন আমরা সেটি তুলতে পারিনি।'

সংবাদ সম্মেলনে আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেন, 'আমরা চাইলে শুরুতেই একটি অডিট রিপোর্ট করে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে স্বচ্ছতা নিরূপণ করা যেত না। আমরা কার্যক্রম শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই অডিট ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা সময় নিয়ে কাজটি করে আজ প্রতিবেদন দিয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার, আবদুল কাদের, মাহিন সরকার, হাসিব আল ইসলাম প্রমুখ।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

লেবাননে হিজবুল্লাহপ্রধান নিহত

সভ্য বিশ্বে এমন নারকীয় হত্যা ধ্বংস চলতে পারে না

লেবাননের শিয়াপন্থি রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহও নিহত হলেন। সংগঠনটি জানায়, হিজবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহ সংগঠনের মহান ও অমর শহীদদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, লেবাননের রাজধানী বৈরুতে চালানো বিমান হামলায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিষ্ঠুর উল্লাসে তারা আরও বলেছে, হাসান নাসরুল্লাহ আর বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ পরিচালনা করতে পারবেন না। কী বর্বর মানসিকতার সদম্ভ প্রকাশ! ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হিজবুল্লাহ শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইসলামের প্রধান দুই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। আর 'মুসলিমদের ভূমি দখলকারী' আখ্যায়িত করে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল ধ্বংসের ডাক দেয়। নাসরুল্লাহর নেতৃত্বে হিজবুল্লাহ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের যোদ্ধাদের পাশাপাশি ইরাক ও ইয়েমেনের মিলিশিয়াদের প্রশিক্ষণগত সহায়তা দিয়েছে। প্রয়োজনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেটের সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে হিজবুল্লাহর। গত অক্টোবরে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের রকেট হামলার জের ধরে গাজায় নৃশংস তান্ডব শুরু করে দেশটি। এর জবাবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রায়ই ইসরায়েল এবং দখলকৃত গোলান মালভূমি এলাকায় রকেট হামলা চালায় হিজবুল্লাহ। হাসান নাসরুল্লাহকে জীবন দিতে হলো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং সত্য-ন্যায়ের পক্ষে ভূমিকা রাখার জন্য। এর আগে ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্তহত্যার শিকার হন হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া। প্রতিকারহীনভাবে বেড়েই চলেছে মৃত্যুর মিছিল। হিজবুল্লাহপ্রধান নিহত হওয়ায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য। আরও সংঘাতের দিকে যেতে পারে তেলসমৃদ্ধ ওই এলাকা। নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানিয়েছে ইরান। বিশ্বসমাজ জোরালো জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইসরায়েলি নৃশংসতায় লাগাম টানতে পারে। সভ্য বিশ্বে এমন
নারকীয় হত্যা ও ধ্বংস কিছুতেই চলতে পারে না।

হিংসা নয় চলতে হবে সহিষ্ণুতার পথে

খায়রুল কবির খোকন

গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সুখবর এসেছে জাতির জন্য। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে জানিয়েছেন, রাষ্ট্র সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য ও ভোটার তালিকা তৈরির পর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। অন্যদিকে রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার করে যাতে আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর পূর্ণাঙ্গ সমর্থন থাকবে।

দেশের মানুষ দীর্ঘ পৌনে ১৮ বছর ধরে গণতন্ত্রহীন অবস্থায় রয়েছে। নতুন প্রজন্ম ভোট কাকে বলে, কীভাবে ভোট দিতে হয় সেটিই জানে না। এ অপমানজনক অবস্থা থেকে নিজেরা শুধু নয়, পুরো জাতিকে মুক্ত করতে তারা রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে। এশিয়ার কোনো দেশে গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের জন্য এত মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়নি। জুলাই বিপ্লবের পরিণতিতে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটেছে। গত ৫ আগস্ট থেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রায় দেড় যুগের গণতন্ত্রহীনতায় সাধারণ মানুষ উন্মুখ কখন তারা ভোট দিতে পারবে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে বৈঠকে ড. ইউনূস জানিয়েছেন তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। বলেছেন, ইতোমধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার পাশাপাশি ভোটার তালিকা তৈরি হলেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে ফিরে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন ড. ইউনূস। ওই সময়ই সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দেশে আগে সংস্কার দরকার, তারপর নির্বাচন। নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপি বলেছিল, প্রয়োজনীয় সংস্কারে তারা সরকারকে সময় দিতে প্রস্তুত, তবে সেটি 'অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়।' এরপর দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসেন অধ্যাপক ইউনূস। সংলাপে নির্বাচনের 'সময়সীমা'র কোনো প্রসঙ্গ আসেনি।

দেশের মানুষ নির্বাচন নিয়ে যেমন আগ্রহী, তেমন আগ্রহী রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে জঞ্জাল জমে উঠছে তা অপসারণেও। রাজনৈতিক দলগুলোও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত। যে কারণে দেশের গণমানুষের দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী নির্বাচনের পর জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। যাতে অন্তর্বর্তী সরকারের শুরু করা সংস্কার কার্যক্রম থেমে না থাকে। গত দেড় যুগ অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পৌনে ১৬ বছর এবং তার আগের ওয়ান- ইলেভেন সরকারের দুই বছরে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। এ সময় বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিরাজ করেছে দেশে। দেশের বিচারব্যবস্থা খাতাপত্রে স্বাধীন হলেও পৃথক সচিবালয় না থাকায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়ামী আইন মন্ত্রণালয়ের খবরদারির সুযোগ ঘটেছে। যার নির্মম শিকার হয়েছেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা। বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ইতোমধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এ-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনায় কয়েকজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করতে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাওয়া মাসদার হোসেন মামলার রায় দেওয়া হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর। বিচার বিভাগকে বঞ্চনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে দেওয়া ওই রায়ে ১২ দফা নির্দেশনা ছিল। রায়ের আলোকে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক ঘোষণা করে। এরপর ১২ দফার মধ্যে দু-এক দফার আংশিক ছাড়া অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। বিচারকদের নিয়োগ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, বরখাস্তকরণ, শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়ে এখনো সুপ্রিম কোর্ট ও আইন মন্ত্রণালয়ের দ্বৈত কর্তৃত্ব রয়েছে। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিচার বিভাগ ব্যবহার করে বিরোধী মত দমনের অভিযোগ ওঠে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্র-জনতার আলটিমেটামের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন তার সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি। এরপরই মূলত নতুন করে আলোচনায় আসে বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রসঙ্গ। দাবি ওঠে ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার। গত ১৪ আগস্ট 'ইয়াং জাজেস ফর জুডিশিয়াল রিফর্ম' ব্যানারে তরুণ বিচারকরাও ১২ দফা প্রস্তাব দেন। এই ১২ দফার প্রথম দফাতেই ছিল- জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়' গঠন এবং মাসদার হোসেন মামলার রায়ে দেওয়া সব নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

তরুণ বিচারকদের প্রস্তাব খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। গত পৌনে ১৬ বছর তাদের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় থেকে। আদালত কী করবেন তা সরকার আগে থেকে নির্ধারণ করে দেবে এটা তরুণ বিচারকদের জন্য ছিল বিব্রতকর। গত ২১ সেপ্টেম্বর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের দেওয়া অভিভাষণে তিনি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিচার বিভাগে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তাঁর অভিমত, বিচারকদের প্রকৃত স্বাধীনতা ততদিন পর্যন্ত নিশ্চিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত বিচার বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিলোপ করে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা না হবে। পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা হবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রথম ধাপ। জরুরি ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পাঠানো হবে বলেও জানিয়ে ছিলেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি। ওই দিন মঞ্চে উপস্থিত আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলও প্রধান বিচারপতির বক্তব্য সমর্থন করেন। আইন উপদেষ্টার সমর্থনে নিশ্চিত হয়েছে পৃথক সচিবালয় এবার স্বপ্ন নয় বাস্তবে পরিণত হবে। যে সচিবালয় চলবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায়। এর ফলে মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার হিসেবে কোনো সরকার আদালতকে ব্যবহার করতে পারবে না। গত ১৬ বছর আমরা যারা বিরোধী দলের নেতা-কর্মী তাদের সাজানো মামলার জামিন চাইতে গিয়ে বারবার হতাশার শিকার হতে হয়েছে। আশা করা যায়, সে অবস্থার আর কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গতা পেলে। আমার মতে, দেশের বিচার বিভাগ সভ্য দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতো স্বাধীন হয়ে উঠলে তা হবে সত্যিকারের এক বড় অর্জন। জুলাই বিপ্লব আমাদের রাজনীতিকদের রাজনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। প্রায় ১৮ বছর ধরে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে বিএনপি। কিন্তু আমরা প্রতিহিংসার বদলে সহিষ্ণুতার পথ বেছে নেওয়ার নির্দেশনা পেয়েছি আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছ থেকে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিহিংসা নয় বরং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে জবাব দিতে হবে। দেশে যাতে আর কোনো দিন বাকশাল অথবা নব্য বাকশালি কর্তৃত্ববাদের উদ্ভব না হয় তা নিশ্চিত করতে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সব বাংলাদেশিকে এক সূত্রে কাজ করতে হবে।

সহিষ্ণুতার শিক্ষা আমরা পেয়েছি শহীদ জিয়ার কাছ থেকে। এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে। জুলাই বিপ্লবের পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বক্তব্যে দেশের সব মানুষের ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি শুধু অন্তর্বর্তী সরকার নয়, আগামী নির্বাচনের পর যে সরকার জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসবে তাদেরও দায়িত্ব হবে জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। আর সে আকাঙ্ক্ষা হলো একটি গণতান্ত্রিক এবং বৈষম্যমুক্ত দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক সমাজে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষের সহাবস্থান উৎসাহিত করা হয়। কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে খ্রিস্টান, কে বৌদ্ধ পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। বৈষম্য না থাকলে দেশের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের বিরোধ দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ থাকে না। শহীদ জিয়া উৎপাদনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে বাংলাদেশ মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে যাত্রা শুরু করে। গত ৩৩ বছরে দেশ উন্নতির পথে যতটুকু এগিয়েছে তা সম্ভব হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টায়।

দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নিতে মুক্তবাজার অর্থনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে নিরুৎসাহিত করে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করায় জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের বিকাশের কারণে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যেখানে শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হতো সেখানে বেসরকারি খাত হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করছে।

দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে। আগামীতে যে দলই ক্ষমতায় যাক, তাদের দায়িত্ব হবে গণতন্ত্রের পথে দেশকে নিয়ে যাওয়া। অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা। মানুষ যাতে দুবেলা পেট ভরে খেতে পারে তা নিশ্চিত করতে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। দেশের মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে সেটা নিশ্চিত করা আরও জরুরি। সমাজে নারী-শিশুসহ প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবহেলা করা চলবে না।

লেখক : বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব, সাবেক সংসদ সদস্য ও ডাকসু সাধারণ সম্পাদক

বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসা রক্ষায় হাইকমিশনে স্মারকলিপি পেশ

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা'য় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টকারী ও শিক্ষক অপদস্তকারী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও বিশ্বনাথের প্রশসানের কাছে যুক্তরাজ্যস্থ হাইকমিশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে লন্ডন হাইকমিশনে হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করেন প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেন্টার পেট্রন আলহাজ্ব মানিক মিয়া, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সেলিম, লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ সভাপতিত আকলুছ মিয়া, কমিউনিটি নেতা নাসির আহমদ, লুৎফুর রহমান ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বৃহত্তর সিলেটের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম আল্লামা ইসহাক আহমদ (রহ.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদরে (বর্তমান পৌরসভার) পুরানবাজারে ১৯৬০ সালে 'বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা' স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মাদরাসাটি আইনানুগভাবে একাডেমিক ও পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশ ও এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নু'মান আহমদ পারিবারিক অসুবিধার কারণে গত ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে ছুটিতে। তার এ অনুপস্থিতির সময়ে জুলাই ও আগস্ট মাসে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগে পূর্ব থেকে উঁৎ পেতে থাকা কতিপয় চিহ্নিত দুষ্কৃতিকারী পরিকল্পিতভাবে সাবেক ও বর্তমান কিছু শিক্ষার্থী ও স্বার্থান্বেষীরা অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করে এলাকাবাসীর নামে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ রবিবার সকালে মাদরাসা ঘেরাও করে। এসময় তারা মাদ্রাসার স্ব-নামধন্য অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নু'মান আহমদসহ মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে উদ্দ্যেশেমূলক ভাবে

নানারূপ মিথ্যা অপবাদ, অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে অধ্যক্ষের 'পদত্যাগ'চায়। তারা সশস্ত্র অবস্থায় জোরপূর্বক মাদ্রাসায় ঢুকে অবকাঠামো ভাঙচুর ও আসবাবপত্র তছনছ করে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন ছুটিতে থাকলেও বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় মাদরাসার উপধ্যক্ষের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের একটি পত্র দেন। কিন্তু তারা দুষ্কৃতিকারীরা এটি গ্রহণ না করে তার অন্যায়ভাবে 'পদত্যাগ'-এর দাবিতে মাদরাসা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রাখে। পরবর্তীতে তারা মাদরাসার অফিস ও শ্রেণিকক্ষ তালাবদ্ধ করে। এসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারে এসে দুষ্কৃতিকারীরা সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে প্রাণে হত্যার হুমকি দেয়। যা আমরা প্রবাস থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের লাইভে তাদের কথা অমান্য করে মাদ্রাসায় প্রবেশ করলে বা তালা খোলার চেষ্টা করা হলে প্রাণে হত্যা করে উচিত শিক্ষা এবং বাড়াবাড়ি করলে মাদ্রাসা ও তাদের বসতবাড়ি জ্বালিয়ে ধ্বংস, হামলা ও লুটপাট করার হুমকি প্রদান করা হয়। যদিও কয়েকদিন পরে তাদের বোধদয় হলে তারা মাদরাসার তালা খুলে দেয়। তবে তারা অধ্যক্ষ এবং আরও কয়েকজন শিক্ষক 'পদত্যাগ'না করলে তারা পাঠদানের সুযোগ দেবে না বলে হুমকি রাখে। তারা বর্তমানে স্বশরীরে মাদরাসায় এসে এবং স্থানীয় মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুমকি অব্যাহত রেখে মাদ্রাসার অফিস কিংবা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে দিচ্ছে না।ঞ্জ

আমরা প্রবাস থেকে ইতোমধ্যে জ্ঞাত হয়েছি যে, দুষ্কৃতিকারীগণের অপকর্মের বিষয়টি মাদ্রাসার গভর্নিংবডির সদস্যবৃন্দ ও অধ্যক্ষ মহোদয় বিশ্বনাথ উপজেলার সকল শ্রেণী-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন না করায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

এ অবস্থার মধ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সভাপতিসহ ৩ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে এই চক্রটি। যে চক্রটি মাদরাসাকে ধ্বংস করতে চাইছে, পড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত করতে চাইছে তারা তাদেরকে জিম্মি করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে। সহকারী অধ্যাপক মাওলানা নাজিম উদ্দিনের আহবানে শিক্ষকদের বেতন ব্যাংক থেকে ছাড় করাতে গভর্নিং বডির সভাপতি মাওলানা শফিকুর রহমান, সদস্য ফয়জুল ইসলাম, মো. শামসুল ইসলাম মাদ্রাসায় গেলে শরিষপুর গ্রামের আব্দুল হান্নান, মো. শাহজাহান, আব্দুল খালিকসহ ৩০/৩৫ জন এসে তাদের অফিস কক্ষে তালাবদ্ধ করে ফেলেন। তাদের সাথে যোগ দেন মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা নাজিম উদ্দীনও। তিনি 'ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ'হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে স্বীকৃতি দেয়া সংক্রান্ত একটি রেজুলেশন বের করে সেখানে স্বাক্ষর করতে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তারা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে শারীরিকভাবে অফিসে নাজেহাল করা হয়। এক পর্যায়ে বাধ্য করা হয় মাদরাসার সাদা প্যাডে স্বাক্ষর করতে। পরে আমরা দেখেছি সেটিতে তাদের পদত্যাগের কথা লিখা হয়েছে এবং যে ৩টি পদত্যাগ পত্রের কথা বলা হচ্ছে সেখানে একই হাতের লেখা।ঞ্জদুষ্কৃতিকারীরা এভাবে নির্বিগ্নে তাদের অকপকর্ম চালাতে থাকায় স্থানীয় জনমনে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফলে যে কোন সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও জানমালের চরম ক্ষয় ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান রয়েছে। এ নিয়ে বিশ্বনাথের অধিবাসী প্রবাসী হিসেবে আমরা চরম উদ্বিগ্ন। অনতিবিলম্বে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিশ্বনাথ দারুল উলূম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা"র শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টকারী, সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক অপদচ্চকারী, মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীরেদর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ অপপ্রচারকারী সুযোগ সন্ধানী দুষ্কৃতিকারীগণকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাচ্চি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

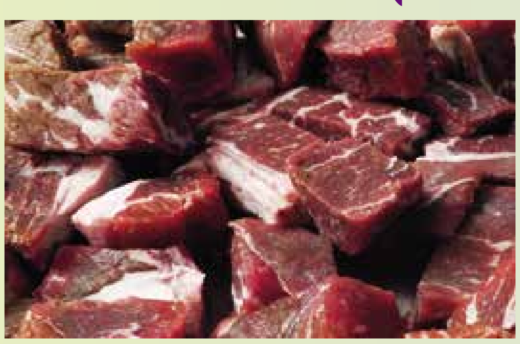

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

PICK UP YOUR COPY FREE

দেশ

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু

বারার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথে আর্থিক সংকট যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য তাদের আর্থিক সহায়তা দিতে টাওয়ার হ্যামলেটেস্ কাউন্সিলের যুগান্তকারী উদ্যোগ এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স বা ইএমএ (শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারির জন্য আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার টাউন হলে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ২০২৪/২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইএমএ ও ইউনিভার্সিটি বার্সারির আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম চালু করেন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের উদ্যোগে ২০২২ সালে কাউন্সিল সিক্সথ ফর্ম ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য ইএমএ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিভার্সিটি বার্সারি নামের বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত আর্থিক বাধাগুলি হ্রাস করা, যা শিক্ষার্থীদের তাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য সহায়তা প্রদান করে।

ইএমএ হিসেবে পরিচিত শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা পাওয়ার যোগ্য শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় সহায়তার জন্য ২০২৪/২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য এককালীন ৬০০ পাউন্ড পাবে। গত বছর এই অনুদানের পরিমাণ ছিলো ৪০০ পাউন্ড।

ইউনিভার্সিটি বার্সারি অ্যাওয়ার্ড লাভের যোগ্য শিক্ষার্থীদের তাদের আবাসন, বই এবং অন্যান্য সংস্থান সহ তাদের স্নাতক অধ্যয়নের সাথে যুক্ত ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করার জন্য এককালীন ১,৫০০ পাউন্ড প্রদান করা হবে।

২০২২ সালে এই দু'টি অনুদান কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কাউন্সিল ২,৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে ১.৮২ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান প্রদান করেছে।

এ বছর ২,০৫০ শিক্ষার্থী এই আর্থিক অনুদান থেকে উপকৃত হবে। উপকৃত হবে।

আবেদন করার শেষ সময় ১১ নভেম্বর ২০২৪ এবং কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস এর নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আমি আমাদের শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বার্সারি স্কিম দু'টির জন্য অত্যন্ত গর্বিত, যেগুলি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সাথে যুক্ত খরচের সাথে লড়াই করতে শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাবশ্যক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।"

মেয়র বলেন, "দুই বছর আগে চালু হওয়ার পর থেকে স্কিমগুলির ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং আমি খুশি যে আমরা এই বছর আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছি।"

ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেছেন: "আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই চমৎকার শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ থাকা উচিত। এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক চাপ কমিয়ে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করে যাতে তারা তাদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে।"

গত বছর শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা লাভকারী শিক্ষার্থী আদম গালেম এর সুফল সম্পর্কে মন্তব্য কালে বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস ইএমএ আমাকে আর্থিকভাবে উপকৃত করেছে কারণ এটি আমাকে আমার ব্যবসায়িক কোর্সে আরও ভাল গ্রেড অর্জনে সহায়তা করার জন্য বই এবং উপকরণ কেনার সুযোগ দিয়েছে।"

এই ইভেন্টে উপস্থিত একজন শিক্ষার্থী তাসিন রহমান বলেন, "আমি কাউন্সিলের কাছ থেকে এডুকেশন মেইনটেন্সে এলাউন্স পেয়ে উপকৃত হয়েছি। আমি আহ্বান জানাবো শিক্ষার্থীদের সময় মতো আবেদন করার জন্য এবং আমি নিশ্চিত এই অনুদান তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে।"

গত বছর ইউনিভার্সিটি বার্সারি পেয়েছিলেন হালিমা খাতুন। তিনি বললেন, "লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স (এলএসই) এ আমার ফাইনাল ইয়ারে, এবং আর্থিকভাবে সবচেয়ে চাপের সময় টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়রের ইউনিভার্সিটি বার্সারি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। এই আর্থিক বৃত্তির জন্য ধন্যবাদ। এর ফলে আমি আমার খ-কালীন চাকরিতে কম ঘন্টা নিতে পেরেছিলাম এবং সেই সময়টি আমার পড়াশোনায় ফোকাস করার জন্য ব্যবহার করেছি।

তিনি বলেন, এই অনুদান থেকে উপকৃত হতে পারে এমন প্রত্যেককে আমি অনুদানের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করি।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

নবম ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচি উদযাপিত

মুসলিম-অমুসলিমের পদচারণায় মুখরিত ছিলো ইস্ট লন্ডন মস্ক

নানা ধর্ম ও বর্ণের বিপুল সংখ্যক মুসলিম-অমুসলিমের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যে নবম বারের মতো উদযাপিত হলো ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচি । ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার যুক্তরাজ্যের দুই শতাধিক মসজিদ অমুসলিম নারী পুরুষ ও শিশু কিশোরদের জন্য খুলে দেওয়া হয় ।

ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মসজিদে এবারের ‘ভিজিট মাই মস্ক’-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো ইসলামে পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব। সারাদিনই দলে-দলে আসতে থাকেন বিপুলসংখ্যক খৃস্টান, ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ । তাঁরা মসজিদের ভেতর ঘুরে দেখেন । মসজিদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ফিরে যান তারা।

অন্যান্য মসজিদের মতোই ইস্ট লন্ডন মসজিদ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত খোলা ছিলো । এলএমসি’র দ্বিতীয়তলায় ছিলো কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ফলমূল ও পরিবেশ বিষয়ক নানা প্রদর্শনী । দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিলো নন-মুসলিমদেরকে মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখানো, জামাতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখানো, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রদর্শনী, চিলড্রেন এক্টিভিটি কর্ণার ইত্যাদি।

দুপুর ১২টায় এলএমসি দ্বিতীয়তলায় অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় দিনব্যাপী কর্মসূচির । মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ ও প্রজেক্ট এনগেইজডমেন্ট অফিসার নেইথান গোবিন্স মুসা ।

জুনায়েদ আহমদ বলেন, “ইসলাম বলে আমরা এই পৃথিবীর রক্ষনাবেক্ষনকারি । তাই এই বছরের ভিজিট মাই মস্ক কর্মসুচি আমাদেরকে ইসলাম কীভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় উৎসাহিত করে- তা নিয়ে আলোচনা করার একটি চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদিস আমাদেরকে কীভাবে টেকসই জীবনযাপনে উৎসাহিত করে- সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে স্বাগত জানাই। যুক্তরাজ্যের একটি বৃহত্তম মসজিদ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা নয়, পরিবেশ সহ বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব।”

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি) ভিজিট মাই মস্ক কর্মসূচি চালু করে । প্রথম বছরই নন-মুসলিমদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ওই বছর যুক্তরাজ্যের ২০টি মসজিদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। পরের বছর ২০১৬ সালে দ্বিতীয় অপেন ডে’তে অংশগ্রহণ করে ৮০টি মসজিদ। ২০১৭ সালে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দেড়-শতাধিক মসজিদ । এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সারাদেশের প্রায় ১৮০টি মসজিদে ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি পালিত হয় । তবে কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সালে ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হলেও ২০২১ সালে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি

দৌলতপুর ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসায় গোলজার খানের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ও বিশ্বনাথ ইউনিয়ন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক গোলজার খান সম্প্রতি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি মাদ্রাসার কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক যুক্তরাজ্য প্রবাসী শানুর আহমদ, দৌলতপুর গ্রামের প্রবাসী মকসুদ আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র, গ্রামের কৃতি সন্তান নাজিম উদ্দীন সিহাব।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মখলিছুর রহমান, সহ সেক্রেটারি হাফিজ জাহেদুল ইসলাম জুয়েল, ক্যাশিয়ার ক্বারী আব্দুস সালাম সুহেল, সদস্য মানিক মিয়া, আওলাদ মিয়াসহ মাদ্রাসার শিক্ষাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দৌলতপুর ইউনিয়নে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের অধীনে দৌলতপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০টি পরিবারের মধ্যে ৪লক্ষ টাকা নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম শেষে দশঘর যাওয়ার পথে তিনি এই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সুপার মোঃ মিজানুর রহমানের সাথে মাদ্রাসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
Fast REMOVALS 07957 191 134 www.fastremoval.com
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টাওয়ার হ্যামলেটস ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত, চালু হলো ৪টি প্রকল্প

টাওয়ার হ্যামলেটস বারর স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসায়িক আকাঙ্খা অর্জনে সহায়তা করার জন্য চারটি প্রকল্প চালু করেছে কাউন্সিল।
কোনো বাসিন্দার দুর্দান্ত ব্যবসায়িক ধারণা থাকলেও কীভাবে শুরু করবেন তা নিশ্চিত নন, বা তারা ইতিমধ্যে একটি ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং বৃদ্ধির সুযোগগুলো অন্বেষণ করতে চান, সেই সব ক্ষেত্রে এই প্রকল্পসমূহ স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করবে।
টাওয়ার হ্যামলেটসের সেই সকল বাসিন্দা এই প্রকল্পগুলোর সুবিধা পাবেন যাদের ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবসা নেই।
প্রকল্প চারটির একটি হচ্ছে লীন স্টার্ট আপ সাপোর্ট, যার মাধ্যমে সেই সকল উদীয়মান উদ্যোক্তা যারা কোনরূপ আর্থিক সমর্থন ছাড়াই ব্যবসা শুরু করতে চান, তাদেরকে সহায়তা দেয়া হবে।
সাপোর্টেড একসেস টু ফাইন্যান্স নামের দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় উদীয়মান উদ্যোক্তাদের নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে, একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং ব্যবসাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আবেদন করার এবং তহবিল লাভ করার উপায় গুলো বোঝার জন্য সহযোগিতা করা হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষ করে ব্যবসা শুরু করবেন যারা এমন ১০০ জনকে ২৫০০ পাউন্ড অনুদান দেয়া হবে।
এছাড়া প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/ভিসিএস সংস্থাগুলির জন্য রয়েছে আরও দু'টি বিশেষ প্রকল্প। এগুলি হচ্ছে উইমেন মিন বিজনেস এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট।
উইমেন মিন বিজনেস প্রজেক্ট টাওয়ার হ্যামলেটসের ৫০টি ছোট স্বাধীন মহিলার নেতৃত্বাধীন/মালিকানাধীন ব্যবসায় সহযোগিতা করবে।
আর সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট ৫০টি স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সেক্টর সংস্থাকে তাদের নিজস্ব সামাজিক উদ্যোগ তৈরি এবং পরিচালনায় সহায়তা করবে।
টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য গৃহীত এই চারটি বিশেষ প্রকল্প বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এ উপলক্ষে টাউন হলের কাউন্সিল চেম্বারে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের লীড মেম্বার ফর স্কিলস্ এন্ড গ্রোথ কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ। কাউন্সিলের বিজনেস গ্রোথ সিনিয়র ম্যানেজার শাহি মফজ্জিলের পরিচালনায় এই লঞ্চিং ইভেন্টে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন আলিয়া ইম্পেক্ট লিমিটেড, রেবেল বিজনেস স্কুল, সারা কার্টার

কর্মক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী হার্ট চেক জাতীয় উদ্যোগে যোগ দিলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনামূল্যে তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিজেদের আগ্রহ নিবন্ধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সরকারী অর্থায়নে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (সিভিডি) ওয়ার্কপ্লেস চেক অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে হার্টের পরীক্ষার পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে বারার কর্মক্ষেত্রগুলিকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়।
টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সরকারের বহু মিলিয়নচ্চপাউন্ডের এই বিশেষ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া ৪৮টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি এবং এর মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বারার আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মস্থলে তাদের কর্মীদের হার্টের অর্থাৎ সিভিডি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।
কর্মজীবী বয়সের লোকেদের মধ্যে আনুমানিক প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনের হার্ট অ্যাটাক এবং চারটি স্ট্রোকের মধ্যে একটি ঘটে থাকে। যাদের অনেকেই পরবর্তীতে কাজে ফিরে যেতে শারীরিক অক্ষমতা বা জটিলতার সাথে লড়াই করেন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার এই পাইলট প্রকল্পের লক্ষ্য হল ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের আগে শনাক্ত করা এবং জীবন বাঁচাতে পারে এমন সময়মত হস্তক্ষেপ প্রদান নিশ্চিত করা।
এই স্কিমটি জাতীয় অর্থনীতিতে সিভিডিচ্চএর প্রভাব মোকাবেলা করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এর ফলে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রায় ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়ে থাকে বলে অনুমান করা হয়।
টাওয়ার হ্যামলেটসে, সিভিডি ওয়ার্কপ্লেস হেলথ চেক অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আওতায় রক্তচাপ পরীক্ষা, সেই সাথে ধূমপানের অবস্থা, বিএমআই এবং অ্যালকোহলের ঝুঁকি কভার করবে। এই ক্ষেত্রগুলিতে নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা এবং সহায়তা প্রদান করা অসুস্থতা প্রতিরোধে কার্যকর সহায়তা করতে পারে।
টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের হেলথ, ওয়েলবিয়িং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, "লোকজন যেখানে কাজ করে সেখানে তাদের কাছে সরাসরি জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে যাওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই পরীক্ষাগুলো আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সুবিধাজনক করে তোলার অর্থ হল হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং অন্যান্য গুরুতর স্বাস্থ্য অবস্থার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ, যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ক্ষমতা দিতে পারি।"
প্রচলিত এনএইচএস হেলথ চেক এর সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা যাদের সাধারণত কম, যেমন পুরুষ, অল্পবয়সী মানুষ এবং কমিউনিটির বঞ্চিত অংশের কাছে পৌঁছানোর উপর অধিকতর ফোকাস দেয়া সিভিডি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য।
টাওয়ার হ্যামলেটসে, উচ্চ রক্তচাপের প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে আগাম শনাক্ত করা যায়নি, এবং এই বারায় সবচেয়ে সাধারণ দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের অবস্থা হিসেবে চি□ত করা হয়েছে টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ।
এনএইচএস হেলথ চেক প্রোগ্রামের আওতায় ইংল্যান্ডে প্রতি বছর ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি লেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং এর ফলে আনুমানিক ৩০০ অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ করা হয়। তবে অনেকেই এই চেকগুলো পূরণ করছেন না।
সিভিডি ওয়ার্কপ্লেস হেলথ চেক প্রকল্প লোকেদের কার্যকর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ করে তুলবে যাতে তারা দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারে।

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
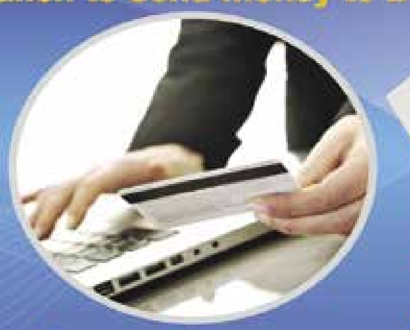
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

ওসমানী বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু না করলে বিমান বয়কটের ডাক

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও অন্যান্য এয়ারলাইন্স অবতরণের দাবীতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক জরুরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়।

এতে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান সআলহাজ্ব শেখ মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও মোহাম্মদ আব্দুর রবের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট গণদাবী পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমান।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোস্তফা, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নূরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান সিদ্দিকী, সাবেক মেয়র কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, সাবেক মেয়র ও কাউন্সিলার ছয়ফুল আলম, গোলডেন ড্রিমসের সভাপতি মিসেস কামরুন্নেছা খানম শোভা মতিন, ব্রিকলেন ট্রাস্টের সভাপতি শাহ মুনিম, সময় সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী, জাতীয় পার্টির নেতা মো. আজম আলী, কমিউনিটি নেতা শেখ ফারুক আহমদ, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা খন্দকার সাঈদুজজামান সুমন, দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক শাহ শেরওয়ান কামালী, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ফ্রান্সের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ হাবিব, সুনামগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতা হাজী ফারুক মিয়া, রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের সাধারণ সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক ড. আজিজুল আম্বিয়া, কমিউনিটি সংগঠক ইউসুফ জাকারিয়া খান, সাংবাদিক আমিনুর রশীদ, গহরপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল মিয়া, আব্দুস শহিদ, জমির হোসেন, কমর আলী, এডভোকেট আরিফ আহমদ, শরিফ উদ্দিন, হরোফ খান, মো. জিতু মিয়া ও সৈয়দ মামুন আহমদ প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন ,প্রত্যেক সরকার সিলেট বাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। বিগত ২২ বছরেও সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর করা হয়নি। বিমান ছাড়া অন্যান্য এয়ার লাইন্স অবতরণের কোনো সুযোগ দেওয়া

হচ্ছে না। সিলেট অঞ্চলের প্রবাসী যাত্রীদের জিম্মী করে বিমান অত্যধিক ভাড়া নিচ্ছে। ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশে যেতে পারছেন না। ২০২০ সালে ওসমানী বিমান বন্দরে শুরু করা নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজ আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। বক্তারা অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরে কাতার, তুরস্ক, সাউদিয়া ও বৃটিশ এয়ার ওয়েজসহ অন্যান্য এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালুর দাবী জানান। সিলেটবাসীর এ ন্যায়সঙ্গত দাবী না মানলে বিমান ও সোনালী ব্যাংক বয়কটসহ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হতে পারে। সভায় অন্তর্বর্বতীকালীন সরকার সমীপে সরাসরি ডেলিগেশন প্রেরণ ও দেশে বিদেশে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয় ।

সভায় সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বাস্তবায়ন কমিটি নামে একটি ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কর্মকর্তারা হচ্ছেন - আহবায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক শেখ মো. মফিজুর রহমান, কাউন্সিলার ফারুক আহমাদ চৌধুরী, জামান সিদ্দিকী ও মো. আজম আলী

সদস্য সচিব: মোহাম্মদ আব্দুর রব, যুগ্ম সদস্য সচিব: খন্দকার সাঈদুজজামান সুমন, অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মাদ ইয়াওর উদ্দিন, যুগ্ম অর্থ সচিব শাহ শেরওয়ান কামালী, প্রচার ও তথ্য সচিব: সাঈদ চৌধুরী, সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা,শেখ ফারুক আহমদ, ড: আজিজুল আম্বিয়া, ড: এম এ আজিজ, খান জামাল নূরুল ইসলাম, ছয়ফুল আলম,মুজিবুর রহমান চৌধুরী, হরোফ খান জমির হোসেন, আব্দুস শহিদ, কমর আলী; শরিফ উদ্দিন, ইউসুফ জাকারিয়া খান, হাজী ফারুক মিয়া, হাজী মোঃ হাবিবুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, আমিনুর রশিদ, মোঃ জিতু মিয়া, সৈয়দ মামুন আহমদ, মো: আবুল মিয়া, কামরুন্নেসা খানম শুভা মতিন, এডভোকেট আরিফ আহমদ, মোহাম্মদ নুরুল হক। সভায় বিভিন্ন শহর থেকে আরো প্রতিনিধি নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসকে আরও শক্তিশালী করতে একযোগে সাহায্য করুন

টাওয়ার হ্যামলেটস-এ আমরা জানি যে আমাদের বৈচিত্রই আমাদের শক্তি, পাশাপাশি সমস্ত পটভূমির মানুষকে স্বাগত জানানো এবং সমর্থন করার গর্বিত ইতিহাস রয়েছে আমাদের।

আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের বাসিন্দারা একসাথে ভালো ভাবে চলাফেরা করে, যেন মনে হয় তারা তাদের আশেপাশের বাসিন্দা, এবং তাদের কমিউনিটির জন্য গর্বিত। সেই কারণেই আমরা বাসিন্দা, স্থানীয় কমিউনিটি, স্বেচ্ছাসেবী ও ধর্মীয় বা বিশ্বাসী সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারের সাথে বারার জন্য একটি নতুন সমন্বয় পরিকল্পনা তৈরি করতে কাজ করছি।

কাউন্সিলের মতামত জরিপ পূরণ করে, একটি কর্মশালা বা ড্রপ-ইন সেশনে অংশ নিয়ে বা ভবিষ্যতের কোনো কমিউনিটি ইভেন্টের মাধ্যমে পরিকল্পনাটি গঠনে সহায়তা করুন। টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের সভা অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদে এই সভা হয়। শাখার প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনসার মিয়ার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন জালালিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির,ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ,আসকর আলী,শেখ আতিকুজ্জামান, কার্ডিফ শাখার প্রেসিডেন্ট ক্বারী নুরুল ইসলাম,জিলু মিয়া,আবু বকর, হাফিজ মাওলানা জালাল উদ্দিন, কিবরিয়া শাহ,ক্বারী মোজাম্মেল আলী, আব্দুস সামাদ, কামরুল ইসলাম বাবু সহ প্রমুখ।

সভায় নব প্রজন্মের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বারোপ করে বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরে একটি উইকেন্ড দারুল কিরাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আরবি পড়াইতে চাই

আপনি কি আপনার সন্তানকে সহিহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা দিতে চান? ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম ও আলিমা (মহিলা) দ্বারা কুরআন শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হয়।

যোগাযোগ : আহসান আহমেদ (ক্বারী ও আলিম)
Mob: 07466 689 586
WD: 29-33

সিলেট শহরে বাড়িসহ জায়গা বিক্রি

শাহজালাল উপশহরের সি-ব্লক হতে তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে ও সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের সন্নিকটে

সাড়ে ৪০ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত দু'তলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি জায়গাসহ বিক্রি হবে।

মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। জায়গার সব কাগজপত্র সম্পূর্ণ সঠিক পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। বিক্রয়মূল্য ফোনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

এছাড়াও, সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের পাশে বাড়ি তৈরির উপযোগী আরো সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যারা প্রকৃত আগ্রহী শুধু তারাই কল করবেন। অনর্থক ফোন করে কষ্ট দিবেন না। দয়া করে নামাজের সময় ফোন করবেন না।

Contact:
07305 568 096, 07305 566 834
WD:30-33

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

পঞ্চমবারের মতো গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব লন্ডনের জর্জ গ্রিন স্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীসহ বাংলাদেশিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ম্যাচে বাঘা ইউনিয়নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুলবাড়ি ইউনিয়ন।

টুর্নামেন্টে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। টুর্নামেন্টে গোলাপগঞ্জের ১০টি ইউনিয়ন এবং পৌরসভাসহ ১১টি দল অংশগ্রহণ করে।

সকাল ১২টার দিকে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু। উদ্বোধনী ম্যাচে ফুলবাড়ি ইউনিয়ন বনাম ভাদেশ্বর ইউনিয়ন টিম অংশগ্রহণ করে।

চ্যাম্পিয়ন ফুলবাড়ি ইউনিয়নের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ সামাদ চৌধুরী এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ মুরাদ চৌধুরী। রানার্সআপ বাঘা ইউনিয়নের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইসা জাকির এবং এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বেলাল আহমদ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে'র চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানুর পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ। তিনি সুষ্ঠু এবং সফল ভাবে টুর্নামেন্ট পরিচালনা এবং সমাপ্ত করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে'র ইসি এবং বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এবং ফুটবল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সালেহ আহমদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মো হাবিবুর রহমান, এডুকেশন সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত, ইসি মেম্বার সুলতান আহমদ, নজরুল ইসলাম, রোমান আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সাব্বির আহমদ সাহেদ, আমির হোসেন এবং সুহেল আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, কালচারাল সেক্রেটারি মুফিজুর রহমান চৌধুরী, ইসি মেম্বার মুহিবুল হক প্রমুখ।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ উপজেলা হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইকবাল হোসেন, ফিফটি একটিভ ক্লাব ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আনফর আলী প্রমুখ।

এদিকে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ। কমিটির সদস্য ছিলেন, আনোয়ার শাহজাহান, মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সালেহ আহমদ, তারিক রহমান ছানু, সাইফুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান হাবিব, রোমান আহমদ চৌধুরী, মোস্তাক আহমদ হেলাল, আমির হোসেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ১১ টিমের ম্যানেজার এবং এসিসস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, গোলাপগঞ্জ পৌরসভার মোহাম্মদ সাজন এবং মোহাম্মদ শামীম আহমদ, বাঘা ইউনিয়নের ইসা জাকির এবং বেলাল আহমদ, গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল এবং মামুনুর রশীদ মাছুম, ফুলবাড়ী ইউনিয়নের মোহাম্মদ সামাদ চৌধুরী এবং মোহাম্মদ মুরাদ চৌধুরী, লক্ষিপাশা ইউনিয়ন আব্দুল বাছিত এবং তাজ মাহমুদ, ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম এবং মিছবাহ উদ্দিন, লক্ষনাবন্দ ইউনিয়নের মো আবুল কালাম আজাদ এবং সুহেল আহমদ, ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মোহাম্মদ সুলতান আহমদ এবং মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং দেলোয়ার হোসেন, বাদেপাশা ইউনিয়নের মো সাদিকুর রহমান, আব্দুল সামাদ আকিল এবং শরিফগঞ্জ ইউনিয়নের মুহিবুল হক ও সুহেল আহমদ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এর স্পন্সর ছিল শাহ রিয়েল এস্টেট এলএলসি দুবাই, গ্লোব মটরস, এম এ বাছিত ফাউন্ডেশন, তাইয়িবা কনসালটেন্ট, ওসেন ফ্লরিং, ভিনটেজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রোটো মটরস, সানরাইজ রেস্টুরেন্ট, মনজিল এন্ড কো, শাহজাহান এস্টেট ধারাবহর, ইউরো মটরস, তায়িবা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস। অনুষ্ঠানে সকল স্পন্সরকে ক্রেস্ট দেয়া হয়।

টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন ফুলবাড়ি ইউনিয়ন, রানার্সআপ বাঘা ইউনিয়ন। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা যৌথভাবে সুলতান আহমদ (ফুলবাড়ি ইউনিয়ন) এবং জাকিরকে (লক্ষিপাশা ইউনিয়ন) ট্রফি দেয়া হয়। এছাড়াও খেলায় অংশগ্রহণকারী সকল টিমের খেলোয়াড়, ম্যানেজার মেডেল দেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসে ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্ট কফি মর্নিং অনুষ্ঠিত

লন্ডন ব্যুরো অব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের তহবিল সংগ্রহের জন্য কফি মর্নিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাকমিলান জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সেবা দিয়ে থাকে। মরণব্যাধী ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার রুট ম্যানেজার সিবা খানম, রেজওয়ানা বক্স ও ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সকল স্টাফরা।

এ ব্যাপারে সবাইকে খুব উৎসাহিত করেন ক্রিস্টিন লং। বাকী স্টাফরা নিজ নিজ উদ্যোগে রকমারি খাবার নিয়ে আসেন এবং উপস্থিত সবাই কফি মর্নিং অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এই উদ্যোগকে

করা হয়। দানশীলদের এই দানের মাধ্যমে একজন ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে ওঠতে পারেন।

প্রতিবছরের মতো এবারও (২৭ সেপ্টেম্বর) শুক্রবার সিনিয়র স্টাফ ক্রিস্টিন লং এর উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট এর টবিলেন ডেপোয়। ক্রিস্টিন লং এর উদ্যোগে প্রতি বছর এই আয়োজন করে থাকেন। তাকে সহযোগিতা করেন স্বাগত জানিয়ে অনেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করেন। এই কফি মর্নিং এর সংগ্রহ করা প্রতিটি পেনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করা হবে। এই অনুদান যেহেতু ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্ট তাই ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনকে অনেক উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে মানবতার কল্যাণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি মর্নিং হল ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের সবচেয়ে বড় তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠান। প্রতি বছর, যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী লোকেরা তাদের নিজস্ব কফি মর্নিং হোস্ট করে। প্রাপ্ত অনুদান ম্যাকমিলান পরিষেবার দিকে যায়। শুধুমাত্র ২০১৬ সালে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি মর্নিং ২৯.৫ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করেছে।

ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের জন্য ১১১.৬২ পাউন্ড সংগ্রহ করে টিটি পাম্প আবারও বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি মর্নিং-এ অংশ নিয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে, ম্যাকমিলান কফি মর্নিং একটি জাতীয় ইভেন্টে পরিণত হয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় চেরেটি সংস্থার জন্য ২৯০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি সংগ্রহ করেছে। সারা দেশ জুড়ে, ম্যাকমিলান কফি মর্নিংস শুধুমাত্র গত বছর ১০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি উপার্জন করেছে। ম্যাকমিলান ২০২১ সালে এটির শীর্ষে যাওয়ার আশা করছেন। দা ম্যাকারি ফাউন্ডেশন এবং ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে সহ টিটি পাম্প দ্বারা সমর্থিত বেশ কয়েকটি যোগ্য কারণের মধ্যে একটি দাতব্য। এই বছরের ম্যাকমিলান কফি মর্নিং-এ যারা অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আয়োজক ক্রিস্টিন লং। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আল ইসলাহ ব্রমলী-বাই-বো'র উদ্যোগে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের ব্রমলী বাই বো'র উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী সা. অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে এই মহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি হাজী মুক্তার মিয়ার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারী ক্বারী আব্দুল মুহিত।

মহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে বয়ান পেশ করেন দারুল হাদিস লতিফিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল কাহ্হার। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আল ইসলাহ টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি মাওলানা মুজতবা হাসান চৌধুরী নুমান ফুলতলী ও টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গেনাইজেশনের উপদেষ্টা একেএম হেলাল ও সেক্রেটারী আমীর উদ্দিন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আক্তার হোসেন, ক্বারী সাজ্জাদ মিয়া, আব্দুর রহমান, আল ইসলাহ টাওয়ার হ্যামলেটস এর এডুকেশন সেক্রেটারী ক্বারী সুফিয়ান বিল্লাহ, নিউহ্যাম শাখার সদস্য শামছুল ইসলাম, ব্রমলী বাই বো-এর সহকারী সেক্রেটারী আবুল হাসান, ট্রেজারার ইলিয়াস সাজু, সদস্য রেজান মিয়া, সাঈদ প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুস শহীদ, মাওলানা গোলাম আম্বিয়া, আব্দুল মালিক, ফজলুল বারী চৌধুরী, সেবুল মিয়া, মাহফুজ মিয়া, নাজিম উদ্দিন, আব্দুস কুদ্দুস, হাজী সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল কাদির, আব্দুল আজিজ প্রমুখ। পরিশেষে দোয়া ও নৈশ ভোজের মাধ্যমে মাহফিলের কাজ সমাপ্ত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মৌবাজার থেকে সাবেক এমপি জান্নাত আরা হেনরী গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর ২০২৪: আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আলোচিত-সমালোচিত এই সাবেক সংসদ সদস্যকে মৌলভীবাজার থেকে গত ০১ সেপ্টেম্বর সোমবার গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস জানান, গত ০৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জ সদর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাকা-ের ঘটনায় জান্নাত আরা হেনরী ও তার স্বামী লাবু তালুকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মৌলভীবাজার জেলার বর্ষিজোড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে আসা জান্নাত আরা হেনরী আওয়ামী লীগে একটি আলোচিত নাম। তিনি গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-২ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে সিরাজগঞ্জের সবুজ কানন উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা থেকে সরাসরি সংসদ নির্বাচনের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন তিনি। কিন্তু সেবার বিএনপির রুমানা মাহমুদের কাছে পরাজিত হন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন জান্নাত আরা হেনরী। তখন ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারিসহ নানা ঘটনায় আলোচনায় আসে তার নাম। এর মধ্যে আলোচিত ছিল হল-মার্ক কেলেঙ্কারি। সূত্রগুলো বলছে, বিভিন্ন পর্যায়ে পদ পাওয়ার পেছনে আওয়ামী লীগের বেশ কজন জ্যেষ্ঠ নেতার আশীর্বাদ পেয়েছেন হেনরী।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাকা-ের ঘটনায় জান্নাত আরা হেনরী ও তার স্বামী লাবু তালুকদারকে সোমবার মৌলভীবাজার জেলার বর্ষিজোড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০০৮ সালের শিক্ষক জান্নাত আরা হেনরী পরে ঠিকাদারি শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স লাম এন্টারপ্রাইজ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে দেওয়া হলফনামা অনুসারে, শিক্ষকতা পেশায় মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে বছরে আয় ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। কৃষি খাত থেকে আয় বছরে দুই হাজার টাকা। অর্থাৎ তার বছরে আয় ছিল ১ লাখ ২২ হাজার টাকা। গত নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেওয়া হলফনামা অনুসারে, হেনরীর বছরে আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

হলফনামায় জান্নাত আরা দেখিয়েছেন, নিজের ও তার স্বামীর স্থাবর ও অস্থাবর

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর ২০২৪: সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ হাজার ১১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার একটি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। রোববার বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে এ অভিযোগ করা হয়।

স্মারকলিপিটি দিয়েছেন আবদুল জব্বার জলিল কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি আবদুল জব্বার জলিল। সিলেটের এই ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশ (আটাব) সিলেটের সাবেক সভাপতি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে আসছেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিগত সরকারের আমলে ২ হাজার ১১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ওসমানী বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো ও দেশি-বিদেশি ফ্লাইট চালুর জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়। ২০২০ সালের ২৭ আগস্ট কাজ শুরু হয়ে ২০২৩ সালের ২৭ মের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে আরও এক বছর সময় চলে গেলেও মাত্র ২২ শতাংশ কাজ হয়েছে।

প্রকল্পের ২০ শতাংশ কাজ শেষ হওয়ার পর এটি 'ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন'-এর মানদণ্ডে হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ধরা পড়ে বলে স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, প্রকল্পের টাকা লোপাটের উদ্দেশ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জ্ঞাতসারে নকশায় ত্রুটি রেখেছিলেন। ফলে শুরুতেই প্রকল্পের কাজ থমকে যায়। এতে প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী অযত্নঅবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাতের জন্যই প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন।

বিভিন্ন সূত্র ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে আবদুল জব্বার জলিলের কাছে প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র ধরা পড়েছে বলে স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা এসব অনিয়মের মধ্যে প্রথমটি হলো 'প্রকল্প শুরুর আগেই ইকুইপমেন্ট মোবিলাইজেশন বাবদ অগ্রিম ২১২ কোটি টাকা নেয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বেইজিং আরবান কনস্ট্রাকশন গ্রুপ (বিইউসিজি)। প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা ২২ শতাংশ কাজ হয়েছে বললেও অভিযোগকারীর ধারণা, এখনো প্রতিষ্ঠানটি ১০০ কোটি টাকার বেশি কাজ করেনি।' সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এখনো অগ্রিম নেওয়া টাকা ব্যয়ের হিসাব দেয়নি বলে স্মারকলিপিতে আবদুল জব্বার দাবি করেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ শ্রীমঙ্গলের রাম সিং!

সিলেট প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর ২০২৪: গিনেস বুক অব রেকর্ড অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবীণ পুরুষ মানুষের বয়স ১১১ বছর। আর বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলের মেকানীছড়ার রাম সিং গোঁড়ের বয়স ১৩৫ এর বেশি, যদিও ভোটার আইডি কার্ড

অনুযায়ী তার বয়স ১১৯ বছর। এই হিসেবে রাম সিং গোঁড়ই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। এখন প্রয়োজন তার সব রেকর্ড গিনেস বুক রেকর্ড নথিভুক্তকারীদের কাছে পাঠানো। শ্রীমঙ্গল শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ত্রিপুরা সীমান্তের গ্রাম মেকানী ছড়া। ওই গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি রাম সিং গোঁড়।

রাম সিং জানান, তার বয়স ১৩৫ বছর। ভোটার আইডি কার্ডে তার জন্ম তারিখ লেখা রয়েছে ৬ আগস্ট ১৯০৫। বাবার নাম বুগুরাম গোঁড়। আর মায়ের নাম কুন্তী গোঁড়। ভোটার আইডি নম্বর- ১০২৪৯১৩৩৮৪। আলাপ চারিতায় তিনি জানান, তার বাবার আদি ভূমি ছিল ভারতে। চা চাষের জন্য তার বাবা এবং দাদা এই এলাকায় প্রথম আসেন। তার দাদা ও বাবার হাতে প্রথম পুটিয়াছড়া চা বাগান সৃজন হয়। তার হাতে সৃজন হয় হরিণছড়া চা বাগান। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় ১৯১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে তখন তিনি বাগানের চৌকিদার। ইংরেজ সাহেবদের কাছে এই যুদ্ধের কথা শুনেন। ১৯৩৯-৪০ খ্রিষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় ইংরেজের কাছ থেকে সেই খবরও শুনেন।

রাম সিং গোঁড় আরও জানান, তিনি শ্রীমঙ্গলের প্রাচীন বিদ্যাপিঠ ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। তখন ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এক পাশে পাকা ঘর, লোহার পিলার ছিল, আর এক পাশে ছিল ছনের ঘর। তখন তিনি মৌলভীবাজার সড়কের কোনো এক আচার্য্য বাড়িতে থেকে পড়তেন। এ সময় শ্রীমঙ্গলে পাকা সড়ক হয়নি। তার ভাষ্যমতে পাকা ঘর বলতে শ্রীমঙ্গল পুরাতন বাজারে ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাংক, রামরতন বানিয়ার বাসা ও জগন্নাথ জিউর আখড়ার পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজার বাংলো (রাজ কাচারি) ছিল। মাঝেমধ্যে ত্রিপুরা রাজা হাতির পিঠে চড়ে এই বাংলোয় এসে থাকতেন এবং এখান থেকে খাজনা আদায় করতেন।

তিনি জানান, চা বাগানে নিজস্ব ট্রলি দিয়ে পাতা আনা-নেয়া করা হতো। সেই ট্রলির লাইন স্থাপনও তিনি

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যারো ডি চেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন হেলেনের তাণ্ডবে মুছে গেছে আস্ত শহর

৫০০ লোকের বসবাস, ১১৮ জনের মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : আগে থেকেই জানা ছিল–কোন দিক দিয়ে বয়ে যাবে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'হেলেন'। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। ঝড় আসার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের উপকূলীয় অনেক শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বাসিন্দাদের। ঝড়ের হুমকিতে থাকা শহরগুলোর এই তালিকায় ছিল স্টেইনহ্যাচি শহরের নামও।

সোমবার সিএনএন জানিয়েছে, ফ্লোরিডার যে শহরগুলোর ওপর দিয়ে ঝড়টি বয়ে গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্টেইনহ্যাচি শহর। ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ হারিকেন হেলেন প্রায় ২২৫ কিলোমিটার বেগে এসে এই শহরে আঘাত হানে। যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক দ্য এক্সপ্রেস জানিয়েছে, হারিকেন হেলেনের শক্তিমত্তা এতটাই বেশি ছিল যে, স্টেইনহ্যাচি শহরটি মানচিত্র থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লোরিডার রাজধানী শহর তালাহাসি থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্টেইনহ্যাচি শহরে আনুমানিক ৫০০ লোকের বসবাস। ঝড় আসার আগেই শহর থেকে তাদের সরিয়ে নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। ঝড় থেমে যাওয়ার পর বাসিন্দাদের কেউ কেউ ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কারণ তাদের পরিচিত শহরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চারদিকে শুধু ধ্বংসের ছবি। অনেকেই বলছেন, মানচিত্র থেকেই মুছে গেছে তাদের প্রিয় শহরটি।

দামেস্কে ইসরাইলের বিমান হামলা টিভি উপস্থাপকসহ নিহত ৩

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলায় এক জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপকসহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৯ জন।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা সানার বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানী দামেস্কে শত্রু ইসরাইলি আগ্রাসনে টিভি উপস্থাপক সাফা আহমেদসহ তিনজন শহিদ হয়েছেন।

সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি সামরিক বাহিনী 'দখলকৃত গোলান মালভূমি থেকে' স্থানীয় সময় রাত ২টার দিকে ড্রোন ও বিমান দিয়ে দামেস্কে হামলা চালায়। এতে তিনজন বেসামরিক নাগরিক ও ৯ জন আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিরভাগ ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

সিএনএন বলেছে, সামাজিকমাধ্যমের পোস্ট করা

ভিডিওতে দেখা যায়, পশ্চিম সিরিয়ার টেলিকম ভবনের পাশে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর পর একটি গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। তবে ওই হামলায় সাফা আহমেদসহ অন্যরা নিহত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

গত বছর ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরাইল মাঝে মধ্যে সিরিয়ায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। তবে এসব হামলার বিষয়ে ইসরাইল কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে।

এদিকে বিমান হামলার পর লেবাননে স্থল অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে ইসরাইল। মঙ্গলবার ভোরে হিজবুল্লাহর অবকাঠামো লক্ষ্য করে দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে 'নির্দিষ্ট এবং সীমিত' স্থল অভিযান শুরু করেছে সেনারা।

আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরাইল বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে বিমান হামলা শুরু করেছে। বাসিন্দাদের সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরে আশেপাশে বোমাবর্ষণ করেছে।

লেবাননে ইসরাইলের নতুন স্থল অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন নর্দান অ্যারোস'। ইসরাইলি বাহিনী জানিয়েছে, হামলাটি চালানো হচ্ছে স্থল, আকাশ এবং কামান বাহিনীর সমন্বয়ে।

লেবাননে স্থল হামলা শুরু করল ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরাইল। ইতোমধ্যেই ইসরাইলি ট্যাংক ও সেনা বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে প্রবেশ করেছে বলে ইসরাইলি মিডিয়া জানিয়েছে। একইসঙ্গে বিমান হামলাও চলছে।

ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তাদের সেনারা দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যস্থল ও অবকাঠামোর বিরুদ্ধে 'সীমিত, স্থানীয় ও লক্ষ্যভেদী স্থল হামলা' শুরু করেছে। তারা জানায়, তারা সীমান্তের কাছে লেবাননি গ্রামগুলোকে টার্গেট করছে। হিজবুল্লাহ এসব অবস্থান থেকে উত্তর ইসরাইলের কমিউনিটিগুলোর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল।

ইসরাইলের রাজনৈতিক নেতারা হামলাটি অনুমোদন করেছে। এর আগে আইডিএফের জেনারেল স্টাফ এবং নর্দার্ন কমান্ড এ ব্যাপারে প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা সম্পন্ন করে বলে ইসরাইলি বাহিনী জানায়। তারা জানায়, স্থল সেনাদের বর্তমানে বিমান বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী সহায়তা করছে। 'অপারেশন নর্দার্ন অ্যারোস' নামের এই হামলাটি গত মাসে শুরু হওয়া অভিযানেরই সম্প্রসারিত রূপ। গত কয়েক দিন ধরে এই হামলাটি আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর অব্যাহতভাবে ইসরাইলের সামরিক অবস্থানে রকেট হামলা চালানোর ফলে উত্তেজনা বাড়ছিল।

ইসরাইলি হামলায় হামাসের এলিট ফোর্স রাদওয়ান ফোর্স বেশ কয়েকজন শীর্ষ কমান্ডারকে হারিয়েছিল। তবে তাদের যোদ্ধারা এখনো সক্রিয় আছে। নাসরুল্লাহ জীবিত থাকার সময় বলেছিলেন যে হিজবুল্লাহর এক লাখের বেশি যোদ্ধা রয়েছে। ফলে কমান্ডাররা নিহত হলেও তাদের সহকারীরা রয়ে গেছেন। যোদ্ধারাও আছেন। আর তাদের অবকাঠামোগুলো এখনো দক্ষিণ লেবাননে সক্রিয় রয়েছে। তারা প্রতিরোধ চালাতে পারবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তারা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়বেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লেবাননজুড়ে ইসরাইলের প্রাণঘাতী হামলায় নিহত আরও ১০৫

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার পরও লেবাননে বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। দেশটির এ হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও অন্তত ১০৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও সাড়ে তিন শতাধিক মানুষ। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলের অবিরাম হামলার কারণে আরও একটি রক্তাক্ত দিনের স্বাক্ষী হয়েছে লেবানন। দেশটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, নিরলস ইসরাইলি বোমাবর্ষণে সারাদেশে কমপক্ষে ১০৫ জন নিহত এবং আরও ৩৫৯ জন আহত হয়েছেন।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণ সিডনের কাছে আইন আল-দেলবে একটি হামলায় দুটি আবাসিক ভবনকে সম্পূর্ণ গুড়িয়ে গেছে এবং এতে ৩২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ঘটনাস্থলে আশ্রয় নেওয়া অনেক বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন।

লেবাননের বেশ কিছু রাজনীতিবিদ এই হামলাকে 'গণহত্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ইসরাইল বলেছে, তারা হিজবুল্লাহর কয়েক ডজন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। তবে লেবাননের কর্মকর্তারা বলেছেন, দক্ষিণ লেবানন, বেকা, বালবেক-হারমেল গভর্নরেট এবং বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে বাড়িঘরের পাশাপাশি অন্যান্য ভবনগুলোতে হামলা করা হয়েছে।

এদিকে সোমবার ভোররাতে স্থানীয় মিডিয়া আউটলেটগুলো বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে কোলা ব্রিজ এলাকায় ইসরাইলি বিমান হামলার খবর দিয়েছে। গত বছর সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে শহর সীমানার মধ্যে এটিই ইসরাইলের প্রথম আক্রমণ এবং সম্ভবত এটিকে সংঘাতের আরেক ধাপ বৃদ্ধি হিসাবে দেখা হবে।

লেবাননের রাজধানীকে আগে ইসরাইলি আক্রমণ থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে দেখা হতো। তবে সরাসরি বৈরুত শহরে বোমা হামলার ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে দেশের অন্যান্য অংশের মতো বর্তমানে রাজধানী শহরও ইসরাইলি হামলার অধীনে রয়েছে। হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন বলে লেবাননের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

এর আগে বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে ইসরাইল হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরাল্লাহকে বিমান হামলায় হত্যা করে। আর রোববার ইসরাইলি সেনাবাহিনী হিজবুল্লাহর সিনিয়র রাজনৈতিক কর্মকর্তা শেখ নাবিল কাউককেও হত্যা করেছে।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) বরাতে বিবিসি জানিয়েছে, ইসরাইলের এ হামলার কারণে লেবানন থেকে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

জুমার দিনের সুন্নত আমল

মোঃ মাসুদ চৌধুরী

মিসওয়াক করা : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের সঙ্গে তাদের মিসওয়াক করার হুকুম করতাম (বুখারি : ৮৮৭)।

সূরা কাহাফ পড়া : হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়বে তা দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ে তার জন্য আলোকিত হয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরার শেষ ১০ আয়াত পাঠ করবে অতঃপর দাজ্জাল বের হলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যে ব্যক্তি ওজুর পর উক্ত আয়াতগুলো পড়বে তার নাম একটি চিঠিতে লেখা হবে। অতঃপর তাতে সিল দেওয়া হবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙা হবে না।' (তারগিব ১৪৭৩, আল মুসতাদরাক ২/৩৯৯)।

দরুদ শরিফ পড়া : হজরত আউস বিন আবি আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এ দিনে আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এ দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এ দিনে সবাইকে বেহুঁশ করা হবে। অতএব, তোমরা এ দিনে আমার ওপর বেশি পরিমাণ দরুদ পড়। কারণ জুমার দিনে তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।' সাহাবারা বললেন, আমাদের দরুদ আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনার দেহ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ জমিনের জন্য আমার দেহের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।' (আবু দাউদ ১০৪৭)।

মসজিদে আগে যাওয়া : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবাত গোসলের মতো গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানি করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভি কুরবানি করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। পরে ইমাম যখন খুতবা দেওয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকা জিকর শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। (বুখারি : ৮৮১; মুসলিম ৭/২, হা. ৮৫০, আহমাদ ৯৯৩৩) (আধুনিক প্রকাশনী : ৮৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৩৭)।

গোসল ও সুগন্ধি /তেল ব্যবহার : সালমান ফারসি (রা.) বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দুজন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারি : ৮৮৩, ৯১০) । (আধুনিক প্রকাশনী : ৮৩২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৩৯)। অন্য একটি হাদিস আমর ইবনু সুলাইম আনসারি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সা'ঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, জুমার দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে (বুখারি : ৮৮০)।

খুতবা শোনা : আবু সা'ঈদ খুদরি (রা.) বলেন, নবি (সা.) একদা মিম্বারের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারদিকে (মুখ করে) বসলাম। (বুখারি : ৯২১, ১৪৬৫, ২৮৪২, ৬৪২৭; আধুনিক প্রকাশনী : ৮৬৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৭৫)। অন্য একটি হাদিসে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেন, জুমার দিন মসজিদের দরজায় মালাইকা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে সে আসে ওই ব্যক্তির মতো যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানি করে। অতঃপর যে আসে সে ওই ব্যক্তির মতো যে একটি গাভি কুরবানি করে, অতঃপর মেষ কুরবানি করার মতো। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর মতো। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর মতো। অতঃপর ইমাম যখন বের হন তখন মালাইকা তাদের খাতা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগসহকারে খুতবাহ শ্রবণ করতে থাকে। (বুখারি : ৯২১, ৯২৯, ৩২১১; আধুনিক প্রকাশনী : ৮৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৮২)।

জুমার দিন মুসলমানের জন্য এক কল্যাণকর এবং নেয়ামতের দিন। এর ফজিলত লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা আমাদের জুমার দিনে ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ্ আমাদের সবার প্রতি সহায় হোন।

অভাব-অনটন দূর হওয়ার আমল

ডা: মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

জীবনে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও হালাল সম্পদ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে এগুলো না দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন, কিন্তু দুর্বল ঈমানদার হওয়ার কারণে অনেকে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। আর মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিজিকেরও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা, তার নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রিজিক তালাশে তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

কারণ, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন, কখনো সচ্ছলতা দিয়ে আবার কখনো অভাব-অনটন দিয়ে। তাই সব অবস্থায় মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে হবে। তার কাছেই অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চাইতে হবে। আর এ জন্য পবিত্র কুরআনে দোয়াও রয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- 'যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৭)।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- আল্লাহ বলেন- 'হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেবো এবং তোমার অভাব ঘুচিয়ে দেবো। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করবো না' (তিরমিজি)।

অভাব-অনটনের সময় নিরাশ হওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে চেষ্টা ও দোয়া করতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- নবীজী সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি এই দোয়াটি পাঠ করবে তার অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফাকরি, ওয়াল কিল্লাতি, ওয়াজজিল্লাতি, ওয়া আউজুবিকা মিন আন আজলিমা আও উজলিমা' (বুখারি-১৫৪৪)।

অর্থ- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দরিদ্রতা থেকে এবং আপনার কম দয়া থেকে ও অসম্মান থেকে এবং আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাচ্ছি, কাউকে জুলুম করা থেকে অথবা কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।'

অভাব থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ আমাদের যে দোয়া শিখিয়েছেন, সেটি হলো- 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনজিল আলাইনা মায়িদাতাম মিনাস সামায়ি তাতুনু লানা ঈদান লিআওয়ালিনা ওয়াআখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা। ওয়ার জুকনা ওয়া আনতা খাইরুর রজিকিন' (সূরা মায়েদা, আয়াত-১১৪)।

অর্থ- 'হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাজিল করুন, যা আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হবে; আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। এ ছাড়া আমাদের রিজিক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বর্ণনা করেন, নবীজী সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে, মহান আল্লাহ তাকে সব সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন' (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার আকুতি : অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম আমল হলো দোয়া। মহানবী সা: দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা: বলেন, নবীজী সা:-এর যুগে (অতিবৃষ্টির কারণে) মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হলে একদিন জুমার দিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, ধন-সম্পদ বরবাদ হয়ে গেল, সন্তানসন্ততি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ছে।...' রাসূল সা: বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের চার পাশে, আমাদের ওপর নয়।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল সা: হাত দিয়ে যে দিকেই ইশারা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে দিকেই ফরসা হয়ে গেছে। এমনকি আমি মদিনাকে আয়নার মতো পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এ দিকে 'কানাত' নামক প্রান্তরে এক মাস ধরে পানির ধারা বয়ে গেল। যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউই এসেছে, সে-ই অতিবৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে (মুসলিম-১৯৬৪)।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচার দোয়া : আবু হুরায়রা রা: বলেন, অভাব ও দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে মহানবী সা: এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই, কারণ তা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই খিয়ানত করা থেকে। কেননা, তা খুবই নিকৃষ্ট বন্ধু' (আবু দাউদ-১৫৪৭)।

সাইয়েদুল ইস্তিগফার পড়া

'আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্কতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগ্‌ফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা।'

অর্থ- 'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।'

নিয়ম : সকালে ও সন্ধ্যায় এ ইস্তিগফার করা। ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর এ ইস্তিগফার পড়তে ভুল না করা। কেননা হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি এ ইস্তিগফার সকালে পড়ে আর সন্ধ্যার আগে মারা যায় কিংবা সন্ধ্যায় পড়ে সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে' (বুখারি)।

রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি যাকে চান অঢেল রিজিক দান করেন। আমাদের কাজ হলো তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মনের সব ভালো ইচ্ছা পূরণ করুন। আমীন!

লেখক : কলাম লেখক ও গবেষক

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৪	৫:৩৬	৭:০৪	১২:৫৪	৪:৩৭	৬:৩৪	৭:৫৩
শনিবার	০৫	৫:৩৭	৭:০৬	১২:৫৪	৪:৩৫	৬:৩১	৭:৫০
রবিবার	০৬	৫:৩৮	৭:০৭	১২:৫৪	৪:৩৩	৬:২৯	৭:৪৮
সোমবার	০৭	৫:৪০	৭:০৯	১২:৫৩	৪:৩১	৬:২৭	৭:৪৮
মঙ্গলবার	০৮	৫:৪১	৭:১১	১২:৫৩	৪:২৯	৬:২৫	৭:৪৬
বুধবার	০৯	৫:৪২	৭:১২	১২:৫৩	৪:২৭	৬:২২	৭:৪৩
বৃহস্পতিবার	১০	৫:৪৪	৭:১৪	১২:৫৩	৪:২৫	৬:২০	৭:৪১

পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার দায় কার

ফারুক মঈনউদ্দীন

গত কয়েক বছরে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। কত অর্থ পাচার হয়েছে, সেটার কিছু হিসাব বিভিন্ন সংস্থার কাছে রয়েছে। পাচার রোধ করা কিংবা পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে বিগত সরকারের কোনো সদিচ্ছা ছিল না। আর্থিক খাত সংস্কার করতে চাইলে নতুন সরকারকে এই পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কার দায় কতটুকু, তা নিয়ে লিখেছেন ফারুক মঈনউদ্দীন

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থ পাচারের বিষয়টি এত ব্যাপকভাবে আলোচিত ছিল যে সাধারণ মানুষের কাছে এখন এটি আর অজানা নেই। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, কেবল সরকারের কাছেই জানা ছিল না ব্যাপারটা। তা না হলে সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট আলোচনার সময় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলতে পারতেন না, কারা অর্থ পাচার করে, সেই তালিকা তাঁর কাছে নেই। নামগুলো যদি কেউ জানেন, তাহলে যাতে তালিকাটা তাঁকে দেওয়া হয়।

এ রকম ডাহা মিথ্যা ভাষণের পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জাতির বিবেকের মতো আরও বলেছিলেন, দেশের মানুষের কষ্টার্জিত টাকা বিদেশে চলে গেলে আর সবার যেমন লাগে, তাঁরও তেমন লাগে। তিনি, 'অনিয়ম, বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। এগুলো বন্ধ করতে হবে।'

তারপর দাবি করেন যে এসব 'বন্ধ হচ্ছেও। অনেকেই জেলে আছেন। বিচার হচ্ছে। আগে যেমন ঢালাওভাবে চলে যেত, এখন তেমন নেই।'

এটাও ছিল জাতির সঙ্গে একধরনের মশকরা। সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান যখন সংসদে এ রকম কথা অবলীলায় বলতে পারেন, সেটাকে মশকরা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। ২০২৪ সালে সরকার পতনের পাঁচ মাস আগেও সেই সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ঘোষণা করেছিলেন, পাচার করা অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এসব যে কেবলই কথার কথা ছিল, তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্য ও অবস্থান থেকে বিষয়টা আবারও পরিষ্কার হয়। আসলে অর্থ পাচার রোধে সরকার কখনোই আন্তরিক ছিল না।

বাংলাদেশের বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী আদালত দেশে বা বিদেশে অবস্থিত মানি লন্ডারিং অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারকারীরা যেসব উন্নত দেশে সম্পদ গড়ে তুলেছেন, সেসব উদ্‌ঘাটন এবং রোধ করতে দেশগুলোর কর্তৃপক্ষেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে সেই দেশের কাছ থেকে অর্থ পাচার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও সেটা কখনোই ব্যবহার করা হয়নি।

বর্তমান সরকারকে আর্থিক খাতে সুশাসনের ঘাটতিগুলো দূর করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের সম্পদ ফেরত আনাও এই অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০১৩ সালের শেষ দিকে ঢাকার একাধিক জাতীয় দৈনিকে বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের দুবাইতে অ্যাপার্টমেন্ট কেনায় সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি অভিজাত হোটেলে দুদিনের মেলার আয়োজন করেছিল দামাক প্রপার্টিজ নামে দুবাইভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। যদিও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের পরদিনই বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট পালটা বিজ্ঞাপন দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে বাংলাদেশিদের বিদেশে সম্পত্তি কেনার ওপর বিধিনিষেধ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি এ-জাতীয় অননুমোদিত কাজে প্রলুব্ধ কর বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করার ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলো যাতে আরও দায়িত্বশীল হয়, সে পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল।

এই বিজ্ঞাপনের পর অবশ্য দুদিনের মেলা এক দিনে শেষ করে আয়োজকরা লাপাত্তা হয়ে যায়। কিন্তু দুবাইতে বাংলাদেশিদের সম্পত্তি কেনা থেমে থাকেনি। প্যারিসভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরির ২০২২ সালের মে মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী, দুবাইতে ৯৭২টি সম্পদ কিনেছেন ৪৫৯ জন বাংলাদেশি। এই সম্পদের মোট মূল্য ৩১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বিদেশে অর্থ পাচার করে জমিজমা বা ঘরবাড়ি কেনার এই হিসাব দ্য টিপ অব দ্য আইসবার্গ (হিমশৈলের চূড়া)।

আইনে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশে সম্পত্তি কেনার জন্য অর্থ স্থানান্তরের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দামাক প্রপার্টিজের এই বিজ্ঞাপন ও আয়োজন ছিল আমাদের বিদ্যমান আইনের প্রতি সরাসরি অবজ্ঞা। কারণ, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই এই প্রচারণা চালাচ্ছিল প্রতিষ্ঠানটি।

দেশের মন্ত্রী তথা সরকার যখন এই আইনের প্রতি উদাসীন থাকে, তখন দুবাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটিকে একতরফা দোষও দেওয়া যায় না। বরং আমাদের কর্তৃপক্ষেরই উচিত ছিল সেই আয়োজনে কারা কারা দুবাইতে সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের শনাক্ত করা।

কারণ, কেবল সম্ভাব্য অর্থ পাচারকারীদের ধরা নয়, তাঁদের পরিচয় ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যও আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের সরকারি মহলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ-জাতীয় কোনো কাজ করার নজির নেই বললেই চলে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগী হওয়ার নজির কখনো কখনো বিচার বিভাগ স্থাপন করেছে। 'আলাদিনের প্রদীপ'-এর বদৌলতে বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী এস আলম গ্রুপ সিঙ্গাপুরে ১০০ কোটি ডলার পাচার করে সেখানে বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, ২০২৩ সালে এমন অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল একটি ইংরেজি দৈনিক ।

সেই সংবাদের সূত্র ধরে হাইকোর্ট বিভাগ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং পুলিশের আইজিকেও এই নির্দেশের পক্ষভুক্ত করা হয়েছিল।

গ্রুপটি এ সময় তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো সংবাদ প্রকাশ এবং তদন্ত চালানোর জন্য হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে উচ্চতর আদালতে এক নজিরবিহীন আবেদন করে। প্রায় ছয় মাস পর উচ্চতর আদালত হাইকোর্টের উপরোক্ত আদেশ স্থগিত করে দেন। তবে আদেশে বলা হয়–দুদক, বিএফআইইউ এবং সিআইডি নিজ উদ্যোগে তদন্ত চালাতে পারে।

সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচার করে সম্পদ কেনার ওপরের উদাহরণটাও হিমশৈলের চূড়ামাত্র। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দেড় দশকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ১৮ লাখ কোটি টাকা। সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশিদের গচ্ছিত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ (বর্তমান বিনিময় হারে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা)।

চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষে মালয়েশিয়ার সরকারি হিসাব অনুযায়ী 'সেকেন্ড হোম' সুবিধা নিয়ে দেশটিতে সম্পত্তি কিনেছেন ৩ হাজার ৬০৪ জন বাংলাদেশি। মালয়েশিয়ায় এই সুবিধাভোগী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ স্থানে।

কয়েক বছর ধরে ব্যাপক প্রচার পাওয়া এসব হিসাব আজ প্রায় সবারই জানা। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা কঠিন ছিল না যে পাচার রোধ করা কিংবা পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে বিগত সরকারের কোনো সদিচ্ছা ছিল না। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না।

এগমন্ট গ্রুপের (বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ফোরাম) সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এই গ্রুপের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ পাচার-সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু সেই সুবিধাটুকুও কখনো নেওয়া হয়নি। যোগাযোগ করা হয়নি পাচারকৃত অর্থের সহজ গন্তব্য সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দুবাই, কানাডা, ব্রিটেন –বা অন্য কোনো দেশের সরকারের সঙ্গে।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে এস আলম গ্রুপের সম্পত্তি কেনা নিয়ে দেশের সংবাদমাধ্যমে আরও নিবিড় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর দেশটির আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা দেশে-বিদেশে এই গ্রুপের সম্পদের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউর কাছ থেকে। এই উদ্যোগের সূত্র ধরে বাংলাদেশের তরফ থেকে বিভিন্ন দেশের সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হলে নিশ্চিত কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা উচিত, ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আকারের অভিযান চালিয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়। ব্যাপক এই অভিযানে ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ও নগদ মুদ্রা জব্দ করা হয়েছিল বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচারিত হয়। সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগের পর আমাদের সরকার দেশটির কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারে।

এ ছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী আদালত দেশে বা বিদেশে অবস্থিত মানি লন্ডারিং অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারেন। এমনকি সেই অর্থ বা সম্পত্তি শনাক্ত করা সম্ভব না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশে থাকা অন্য অর্থ বা সম্পত্তি ক্রোক করার বিধান রয়েছে আইনে। এই আইনে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে সেই দেশের কাছ থেকে অর্থ পাচার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়ার সুযোগও অবারিত রয়েছে। অথচ প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও সেটা কখনোই ব্যবহার করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ পেশ করা যায়। বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারকারীরা যেসব উন্নত দেশে সম্পদ গড়ে তুলেছেন, সেসব উদ্?ঘাটন এবং রোধ করতে দেশগুলোর কর্তৃপক্ষেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সেই সব দেশ বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকার, দুর্নীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই নসিহত করে আমাদের। অথচ আমাদের দেশ থেকে বৈধভাবে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর সম্ভব নয় জানার পরও তারা এই অবৈধ অর্থের উৎস কিংবা স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে কখনোই কোনো প্রশ্ন তোলেনি।

বিশ্ব মানি লন্ডারিংয়ের প্রেক্ষাপটে সব দেশের (এগমন্ট গ্রুপের সদস্য) সমভাবে সক্রিয় হওয়া উচিত হলেও আমাদের মতো দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়ে সেই সব দেশ নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের দেশের স্বজনতোষণকারী সরকার এ বিষয়ে উদাসীন বা অনিচ্ছুক হলেও ন্যায় ও আইনের শাসন পরিপালনকারী বলে পরিচিত দেশগুলোর উদাসীনতা বা প্রশ্রয় কি তাহলে কেবল সেসব দেশের স্বার্থেই ঘটে? এই দ্বৈত নীতির কারণেই উন্নত বিশ্বের কিছু কিছু দেশ আমাদের অর্থ পাচারকারীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সরকার যেহেতু দেশে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে, আর্থিক খাতে সুশাসনের চরম ঘাটতিগুলো দূর করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদের। দেশের সম্পদ ফেরত আনাও এই অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে।

ফারুক মঈনউদ্দীন: ব্যাংকার ও লেখক

বিদায় সাইদা মুনা

ছুড়ে ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের বইপত্র?

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪: অতিমাত্রায় আওয়ামী লীগ তোষন ও হাইকমিশনকে দলীয় কার্যালয় বানানোর তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা মাথায় নিয়ে অবশেষে বিদায় নিতে হচ্ছে হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমকে। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রায় ৬ বছর দায়িত্ব পালন শেষে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রশাসনে রদবদলের অংশ হিসেবে পেশাদার ওই কূটনীতিককে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ নাজমুল হক স্বাক্ষরিত এক দাপ্তরিক আদেশে সাইদা মুনা তাসনীমকে লন্ডনের দায়িত্বভার ত্যাগ করে অনতিবিলম্বে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে।

বিসিএস (পররাষ্ট্র ক্যাডার) ১১তম ব্যাচের কর্মকর্তা সাইদা মুনা তাসনীমের আগামী ২৬ ডিসেম্বর অবসর শেষে ছুটিতে যাওয়ার কথা রয়েছে। রেওয়াজ অনুযায়ী সাধারণ একজন কূটনীতিক কোনো মিশনে তিন বছর রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অত্যন্ত আস্থাভাজন হওয়ায় তিনি ২০১৮ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে লন্ডনে হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় বানিয়ে ফেলেছিলেন বলে বিএনপি সমর্থক প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিলেন।

অবশ্য ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলেন বিএনপি-জামায়াত সমর্থকেরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে ওই সময় সেখানে উপস্থিত মুনা তাসনিম বক্তৃতা করছেন। এরপরও পেশাদারিত্বকে ছাপিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর বাড়তি আনুগত্যের অভিযোগ বিএনপিসহ প্রবাসীরা ভোলেননি। এ জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি বিশেষ করে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লোকজন যুক্তরাজ্যে হাইকমিশনার পরিবর্তনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চিঠিপত্র এবং স্মার কলিপি পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি একেবারেই পরিবর্তন হয়ে যান। সর্বশেষ, বুধবার এটিএন বাংলা ইউকের একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে খুশি করতে হাইকমিশনে যে বঙ্গবন্ধু কর্ণার তৈরি করা হয়েছিলো, সরকার পতনের পর সেই বঙ্গবন্ধু কর্ণানের যাবতীয় বইপত্র বস্তায় ভরে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাইদা মুনা তাসনীম লন্ডনে হাইকমিশনারের নিয়োগ পাওয়ার আগে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কূটনীতিক হিসেবে তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং লন্ডন মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেধাবী কূটনীতিক হিসেবে পরিচিত সাইদা মুনা তাসনীম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্নাতক এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ স্কুল (সোয়াস) থেকে জননীতি এবং ব্যবস্থাপনায় এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তবে তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তোষনের কঠোর সমালোচনা থাকলেও, হাইকমিশনার হিশেবে তিনি ছিলেন ডায়নমিক। বাংলাদেশকে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বর্তমান হাইকমিশন ভবনের পাশেই তিনি আরো একটি ভবন ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে ভবন থেকে কমিউনিটির মানুষ সহজে কনস্যুলার সেবা নিতে পারছেন।

দেশে দেশে সেকেন্ড হোম

নাগরিকত্ব থাকা প্রভাবশালীরা তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ নিজ দেশের চেয়ে অন্য দেশে রাখতে নিরাপদ বোধ করেন।

অর্থ পাচার প্রতিরোধের যে ব্যবস্থাগুলো দেশে আছে সেগুলোর প্রয়োগ না হওয়ার সুযোগ নেন তারা। আর দীর্ঘ ১৫ বছর একটি দল টানা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় ক্ষমতাকেন্দ্রে থাকা সুবিধাভোগীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, দল ক্ষমতা হারালে তারাও আর দেশে টিকতে পারবেন না। এ নিরাপত্তাহীনতাবোধ বাড়িয়েছে অর্থ পাচারের প্রবণতা। যারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কানাডার 'বেগমপাড়া'খ্যাত সেকেন্ড হোমে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীর ভিড় বেড়েছে বলে তথ্য মিলেছে।

এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'অর্থ পাচার সম্ভব হয়েছে বলেই সেকেন্ড হোম গড়ে উঠেছে। যারা অনিয়ম-দুর্নীতি করে তারা দেশে থাকতে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক দেশ আছে যারা তাদের দেশে অবৈধ অর্থ নিয়ে গেলে স্বাগত জানায়। তাই তারা দেশের বাইরে খুঁটি গাড়ে। অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো প্রয়োগ হয় না। যার সুযোগটা নেন বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনীতিবিদ। তারা তাদের ত্রিমুখী চক্র ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ পাচার করে থাকে। তারা বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা পাচার করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম মিস ইনভয়েসিং, চালান জালিয়াতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে জালিয়াতি। অনেকে আবার হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার করে। অথচ এগুলো নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট যে আইন আছে, তা যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধ করা যায়।'

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী ৩ হাজার কোটি টাকা

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র-সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিপুল সম্পদের খবর পাওয়া গেছে। এসব দেশে তার ৬৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে বলে উঠে এসেছে কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। যুক্তরাজ্যে বাড়ি কেনার জন্য সাইফুজ্জামান বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করেছেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে তিনি দেশটিতে ২৬৫টি বাড়ি কিনেছিলেন। ২০২২ সালে তিনি সেখানে কিনেছেন ৮৯টি বাড়ি। সবমিলিয়ে যুক্তরাজ্যে তার বাড়ি রয়েছে ৩৬০টি, যার দাম ২৫ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা)। এ ছাড়া চলতি বছরের শুরুতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে জানায়, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন কোম্পানির সম্পত্তি আছে। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ১৫ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যের অন্তত ২৮০টি সম্পত্তি কিনেছে। এসব সম্পদ ২০১৬ সালের পর থেকে কেনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ভূমি কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বেশিরভাগ সম্পদ কেনা হয়েছে ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে।

এস আলম গ্রুপের পাচার ১ লাখ কোটি টাকা

ব্যাংক খাতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সপরিবারে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন বহুল আলোচিত এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম। ২০২২ সালের ১০ অক্টোবর বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রত্যাহার করেন এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন এবং তাদের তিন ছেলে আহসানুল আলম, আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম মাহির। একই দিন বিদেশি নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসের (পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল) অনুমোদন পায় পরিবারটি। সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে এসব সুবিধা দিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি এস আলম ও তার সহযোগী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। সিআইডি বলছে, এস আলম গ্রুপের মালিক এস আলম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অপরাধ, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং হুন্ডি কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

১ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ

রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের স্বত্বাধিকারী সালমান এফ রহমানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা করেছে সিআইডি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধি অনুযায়ী সিআইডির পরিচালিত অনুসন্ধানে সালমান এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান) ও তার ভাই এএসএফ রহমানের (বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান) স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নামে ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় জনতা ব্যাংকের লোকাল অফিস শাখা, দিলকুশা, মতিঝিল থেকে ৯৩টি এলসি/সেলস কন্ট্রাক্টের (বিক্রয় চুক্তি) বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করে নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও রপ্তানিমূল্য প্রায় ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা) বাংলাদেশে না এনে বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে সামিট গ্রুপের সম্পদের পরিমাণ ১.১২ বিলিয়ন ডলার

সিঙ্গাপুরের ৫০ ধনী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। সেই তালিকার ৪১তম অবস্থানে আছেন সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান। সেখানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ১.১২ বিলিয়ন ডলার। 'ফোর্বসে'র ২০২২ সালের সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীর তালিকায় আজিজ খানের অবস্থান ছিল ৪২ নম্বরে। সেবার তার সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। সেই হিসাবে চলতি বছর ধনীদের তালিকায় আজিজ খান একধাপ এগিয়েছেন এবং তার সম্পদ বেড়েছে ১২ কোটি ডলার। সিঙ্গাপুরের জন্য করা তালিকায় মুহাম্মদ আজিজ খানের অবস্থান ৪১তম হলেও 'ফোর্বস'-এর করা বিশ্বের শতকোটিপতিদের তালিকায় তার স্থান দেখানো হয়েছে ২ হাজার ৫৪০তম। এ অবস্থানে তিনি অবশ্য আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আছেন। ২০২১ সালে আজিজ খানের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৯ সাল থেকে তার সম্পদের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। এরপর ২০২২ সালে তার সম্পদের পরিমাণ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ফলে তিনি 'ফোর্বস'-এর বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতিদের তালিকায়ও স্থান পান। বাংলাদেশের নাগরিক ৬৮ বছর বয়সী আজিজ খান এক যুগের বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ ৯২ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। গত জুন মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনকালে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. আইনুল ইসলাম বলেন, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৫০ বছরে বাংলাদেশ থেকে মোট অর্থ পাচার হয়েছে আনুমানিক ১১ লাখ ৯২ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা।

পাচারের টাকায় 'বেগমপাড়া' :

উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডার টরন্টোতে কয়েকশ বাংলাদেশি বিলাসবহুল বাড়ি করেছেন। এসব বাড়ির অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট পরিবারের নারী সদস্যের নামে। এজন্য এটি 'বেগমপাড়া' নামে পরিচিত। সে দেশে অর্থ পাচারকারীদের বেশিরভাগই আমলা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর কানাডার 'বেগমপাড়া' বা সেকেন্ড হোমে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদ, আমলা আর ব্যবসায়ীর ভিড় বেড়েছে বলে জানা গেছে।

কীভাবে হচ্ছে টাকা পাচার :

সাধারণত তিন উপায়ে বেশি অর্থ পাচার হয়ে থাকে। এর মধ্যে বাণিজ্য কারসাজি অর্থ পাচারের বড় একটি মাধ্যম। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ পাচার হয়। আরেকটি হলো হুন্ডি। দেশীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন অপ্রাতিষ্ঠানিক পন্থায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ পাঠানোর পদ্ধতি মূলত হুন্ডি নামে পরিচিত। আরেকটি হচ্ছে চোরাচালান। অর্থ পাচারের এটিও একটি মাধ্যম। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থ পাচার হচ্ছে।

অর্থ ফেরাতে বিদেশে ৭১ চিঠি

এদিকে বিভিন্ন সময়ে দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে ৭১টি মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো ৭১টি চিঠির মধ্যে ২৭টি এমএলএআরের জবাব পাওয়া গেছে। এক প্রশ্নের জবাবে দুদক মহাপরিচালক বলেন, বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে এখন পর্যন্ত ৭১টি মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠানো হয়েছে। আজ পর্যন্ত ২৭টি এমএলএআরের জবাব পেয়েছি। পাচার করা অর্থের বিষয়ে যথাযথ তথ্য পরে জানাতে পারবো। আজ আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপে এ বিষয়ে তাদের সহযোগিতা চেয়েছি।

তিনি বলেন, দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে বিষয়টি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সামনে উপস্থাপন করেছি। যেসব দেশে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়েছে সে অর্থ ফিরিয়ে আনতে তারা যাতে সহযোগিতা করে সে বিষয়টি আমরা তাদের বলেছি। বৈঠকে আমরা তাদের যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেই দেশগুলোর নাম উল্লেখ করেছি, আশা করছি ওইসব দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহযোগিতা করবে।

সিলেটে আফতাবের বাসা যেন অস্ত্রের গোডাউন!

কাউকে আটক করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে যৌথ বাহিনী মহানগরের পীরমহল্লাস্থ কাউন্সিলর আফতাবের বাসায় অভিযান চালায়। এসময় আফতাব হোসেনকে বাসায় পাওয়া যায়নি। তবে তার বাসা থেকে ২৫টি চাকু, ৪টি রাম দা, চাইনিজ কুড়াল ১টি ও ৬টি ওয়াকিটকি জব্দ করা হয়। এসময় কাউকে আটকও করা হয়নি। পরে সেগুলো সিলেটের এয়ারপোর্ট থানাপুলিশের কাছে হস্তান্তর করে যৌথ বাহিনী।

এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান বলেন- এ ঘটনায় সোমবার রাতে পুলিশ বাদি হয়ে অস্ত্র আইনে থানায় মামলা দায়ের করেছে। এই মামলায় একমাত্র আসামি আফতাব হোসেন।

উল্লেখ্য, সিলেট মহানগরে আতঙ্কের নাম ছিলো আফতাব হোসেন খান। স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি হওয়ায় ক্ষমতার অব্যবহার ঘটিয়ে গত ১৫ বছর তার বাহিনী প্রায়ই প্রকাশ্যে দেখাতো অস্ত্রের ঝনঝনানি। সিসিকের গত নির্বাচনে আফতাবের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাসার সামনে অস্ত্রের মহড়ার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় আফতাব হোসেন খাঁন কারাবরণও করেছেন। পরে জামিনে মুক্ত হন। এদিকে, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সিলেটের আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আফতাব হোসেনও গা-ঢাকা

টিপসের অর্থ নিতে পারবে না মালিকপক্ষ

লাখেরও বেশি পরিষেবা কর্মী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান টিপস না দিয়ে তা নিজেদের কাছে রেখে দেয় তাহলে যেকোনো রেস্টুরেন্ট কর্মী এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে পারবেন।

লেবার থেকে এমপির পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা

সমর্থন দিয়ে এমপি আপসানা বেগম, রিচার্ড বার্গোন, ইয়ান বায়র্ন, ইমরান হোসাইন, রেবেকা লং রেইলি, জন ম্যাকডোনাল এবং জারাহ সুলাতানা পার্লামেন্টে ৬ মাসের জন্যে দলীয় হুইপ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছেন। ২০১৪ সালে সাবেক চ্যান্সেলার জজ অসবোর্ন টু চাইলড বেনিফিট ক্যাপ প্রবর্তন করেছিলেন। আর এটি বাতিলের জন্যে পার্লামেন্টে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি। তাতে লেবারের সাবেক ওই এমপিরা সমর্থন দেন। যদিও সেই সময় দলীয় হুইপের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে দলের এমপিদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার।

এমপি রোজি পদত্যাগপত্রে প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের কট্টর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চাপ দিয়ে কট্টর এবং অপ্রয়োজনীয় নীতিগুলোর পক্ষে দলীয় এমপিদের সমর্থন আদায় করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দাবী করেন, ধনী পেনশনারদের জন্যে উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্টও বাতিল করেছেন এমপিদের চাপের মধ্যে রেখে। উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্ট এখন শুধু ন্নি আয়ের বয়স্কদের জন্যে রাখা হয়েছে। এটিও ছিল সাবেক কনজারভেটিভ সরকারের আরেক উদ্যোগ। এখানে বেশি এবং কম আয়ের পেনসনারদের জন্যে সমান সুযোগ রেখে গিয়েছিল সাবেক টোরি সরকার। কম আয়ের বয়স্কদের উইন্টার ফিউয়েল বিল বিশেষ প্রয়োজনীয় হলেও বেশি আয়ের ধনী বয়স্করা উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্ট নিয়ে হলিডে কাটান এমন প্রমাণও এসেছে সংবাদ মাধ্যমে।

পদত্যাগপত্রে ধনী লর্ড সদস্যের কাছ থেকে স্যার কেয়ার স্টারমারের উপহার সামগ্রী গ্রহণেরও সমালোচনা করেন এমপি রোজি। লর্ড আলীর কাছ থেকে দামী কাপড় এবং গ্লাস গ্রহণের পাশাপাশি নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের সময় ছেলের জিসিএসই পরীক্ষার সুবিধার জন্যে প্রায় ২০ হাজার পাউন্ডের আবাসিক সুবিধাও নিয়েছেন স্যার কিয়ার স্টারমার। ধনীদের জন্যে উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্টের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও ধনী লর্ড সদস্যের কাছ থেকে দামী উপহার ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণের তীব্র সমালোচনা করে পদত্যাগপত্রে এমপি রোজি বলেছেন, নেপোটিজম এবং গ্রিড নীতির উপর চলছে লেবার পার্টি। তিনি বলেন, একদিকে চাপ দিয়ে এমপিদের উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্ট কাটের পক্ষে ভোট দিয়ে পেনশনারদের কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন। অন্যদিকে ধনী লর্ড সদস্যের কাছ থেকে দামি দামি গিফট নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। একে এক ধরনের ভন্ডামী বলেও মন্তব্য করেন পদত্যাগি এমপি। যা একজন এমপি হিসেবে নিজের জন্যে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন এমপি রোজি ড্যাউফিলড। এখানে উল্লেখ্য যে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্যে এরিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন, তিনি অপ্রিয় কিছু নীতি গ্রহণ করবেন। মূলত উইন্টার ফিউয়েল পেমেন্টর ক্ষেত্রে সেটাই তিনি করেছেন।

তবে এমপি রোজি টেলিগ্রাফে লেখা চিঠিতে যেভাবে স্যার কিয়ার স্টারমারের সমালোচনা করেছেন তা সহজভাবে নেননি দলের অন্যান্য এমপিরা। কেউ কেউ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এই এমপিকে আগেই দল থেকে বরখাস্ত করা উচিত ছিল বলেও সমালোচনা করেছেন। আর গিফট নেওয়ার রেওয়াজ ব্রিটিশ রাজনীতিতে আগেও আছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামরনও দলের ডোনার বা দাতার কাছ থেকে গিফট নিয়েছেন।

নতুন দল গঠন করছেন করবিন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ।

ওই বৈঠকে অরো উপস্থিত ছিলেন নর্থ অব টাইনের প্রাক্তণ মেয়র জেমি ড্রিসকল, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র লুৎফুর রহমান, চলচ্চিত্র পরিচালক কেন লোচ, গত নির্বাচনে হলবর্ন এবং সেন্ট প্যানক্রাস নির্বাচনী আসনে স্যার কেয়ার স্টারমারের প্রতিদ্বন্দ্বি বর্ণবাদবিরোধী নেতা অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইন ও জেরিমি করবিনের প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ ক্যারি মারফি।

লাশ গুনে গুনে ভাগ নিতেন কামাল-বেনজীর

(বরখাস্ত) কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকা ঘুস নিয়েছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমদ।

সিনহা হত্যার পর একজন পুলিশ সুপারের মাধ্যমে এ টাকা দেন ওসি প্রদীপ। এ বিষয়ে অবগত আছেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তাও। একাধিক সূত্র যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, সিনহা হত্যার পর বেনজীর স্যার এক ধমকে ওসি প্রদীপ কুমার দাসের কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকা ঘুস নিয়েছিলেন। প্রদীপের ঘনিষ্ঠ একজন সুপারের মাধ্যমে এ টাকা দেন প্রদীপ। একইভাবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল স্যারও মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন প্রদীপকে বাঁচানোর কথা বলে।

তিনি বলেন, সিনহা হত্যার পর নিজেদের মোবাইল এড়িয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় বেনজীর স্যার ওসি প্রদীপের সঙ্গে কথা বলেন। ওই সময় বেনজীর স্যার ওসি প্রদীপকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, ক্রসফায়ার বাণিজ্য করে তুমি হাজার কোটি টাকা আয় করেছ। শত শত মানুষকে গুলি করে মেরেছো, এখন আমি তোমাকে কেন বাঁচাব? আমি তো আগেও কয়েকবার তোমাকে বাঁচিয়েছি।

পরে প্রদীপকে হত্যা মামলা থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দিয়ে শত কোটি টাকা দাবি করেন বেনজীর। এমনকি ক্রসফায়ারে নিহতদের লাশ গুনে গুনে টাকা দিতে হবে বলে ধমক দেন। পরবর্তীতে একজন পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা বেনজীরকে দেন প্রদীপ।

পুলিশের সূত্র বলছে, সেনা কর্মকর্তার হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে প্রদীপকে বাঁচতে না পারলেও যে পুলিশ সুপারের মাধ্যমে টাকা নিয়েছেন তাকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন বেনজীর। যে অপরাধের কারণে ওই পুলিশ সুপারের শাস্তি বা চারকিচ্যুত হতে পারতেন।

অভিযোগ আছে, টেকনাফ ক্রসফায়ার বাণিজ্য ও অস্ত্রের মুখে চিহ্নিত মাদক কারবারিদের তুলে নিয়ে বা ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে শত শত কোটি টাকা আদায় করেছেন ওসি প্রদীপ। সেই বাণিজ্য থেকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল এবং সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমদ মোটা অংকের ভাগ নিতেন বলে জানিয়েছেন তৎকালীন কক্সবাজারে কর্মরত পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা। প্রদীপ কুমার দাশ টেকনাফের ওসি থাকাকালীন পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ১৪৫ জন মানুষ ক্রসফায়ারে নিহত হন। বেশিরভাগ ক্রসফায়ারে বাণিজ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

২০২০ সালের ৩১ জুলাই রাতে টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর তল্লাশি চৌকিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। এ মামলায় ফাঁসির রায় হয় ওসি প্রদীপের।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে বেনজীর আহমদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ওসি প্রদীপের কাছে থেকে বেনজীরের ৫০ কোটি টাকা আদায় ও ক্রসফায়ার বাণিজ্যে লাশ গুনে গুনে টাকা দাবির বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

তিনি বলেন, বেনজীর র‍্যাব ও পুলিশ দুটি বাহিনীরই প্রধান অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধান ছিলেন। সেই কারণে তিনি নিজেই বেশি অপরাধ সংঘটিত করেছেন। যারা অপরাধ করে তারা কিন্তু কিভাবে অপরাধ সংঘটিত করতে হয় সেটাও জানে, সেটাই করেছেন বেনজীর।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অনেক সময় নির্মমভাবে, অনেক সময় লজ্জা পাবে, অনেক সময় মানুষকে জিম্মি করে একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করেছেন বেনজীর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, তার যে ক্ষমতা রয়েছে প্রতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত, এর বাইরে গিয়েও তিনি রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন পরিচয়ে তার উত্থান ঘটেছিল। এতে তিনি যৌথভাবে ক্ষমতার অপব্যহার করতে সক্ষম হয়েছেন। সঠিকভাবে বেনজীরের এসব অপরাধের বিচার করতে ব্যর্থ হলে আরও অনেক বেনজীর তৈরি হবে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, যখন যে বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠবে তদন্ত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত না হলে দেশের পরিস্থিতি দিন দিন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে।

ক্ষমতার অপব্যহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশজুড়ে বেনজীর আহমেদের জমিদারি রাজত্ব গড়ে উঠেছে। তথ্য অনুযায়ী, তার ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন জেলায় থাকা জমির পরিমাণ ২ হাজার ৩৮৫ বিঘা বা ৭৮৬ একর। তার সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

কর্মস্থলে না ফেরা 'অপরাধী'

অনেক পুলিশ কর্মকর্তাই এখনো পলাতক আছেন। তারা গ্রেপ্তারের ভয়ে চাকরিতে যোগ দেননি।

পুলিশের একাধিক সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের আলটিমেটাম সত্ত্বেও এখনো কাজে যোগ দেননি আওয়ামী লীগ আমলের অনেক প্রভাবশালী পুলিশ কর্মকর্তা। পলাতক বা আত্মগোপনে থাকা এসব কর্মকর্তাদের 'অপরাধী' হিসেবে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে খোঁজা শুরু হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কথায়ও সেই আভাস মিলেছে। আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে তিনি জানিয়েছেন, পুলিশের যেসব সদস্য এখনও যোগদান করেননি তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। তাদের আমরা পুলিশ বলব না, তাদের ক্রিমিনাল বলব। আমরা আনসার, পুলিশ ও বিজিবি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দু'একদিনের মধ্যে আপনারা সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পাবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী কয়েকদিন ঢাকাসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে ৬২৬ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নেন। এর মধ্যে ৫১৫ জনই পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছিল। ২৮ জন ছিলেন কর্মকর্তা পর্যায়ের, বাকিরা বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য।

পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮৭ জন সদস্য এখনো কর্মস্থলে যোগ দেননি। এর বাইরেও অনেক পুলিশ সদস্য নানা কৌশল ও কারণ দেখিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। ছাত্রজনতার আন্দোলনে গুলি করে হত্যার অভিযোগে সারা দেশে এখন পর্যন্ত পুলিশের সাবেক তিন আইজিসহ ১৮৪ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ডিএমপির ৯৯ জন আছেন।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, কর্মস্থলে যোগ না দিয়ে পলাতক বা আত্মগোপনে থাকা কর্মকর্তাদের অপরাধী হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তাদের বিরুদ্ধে হবে বিভাগীয় মামলা।

অর্ন্তবর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীঃ যারা চাকরিতে ফিরতে পারবেন না তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার তদন্ত ও বিচারকাজ আইন অনুযায়ী চলবে। যাদের বিন্দুমাত্র সংশ্লেষ মিলবে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

অন্যদিকে দুর্নীতি, হত্যা, নির্যাতনসহ নানা অভিযোগে চাকরিচ্যুত, সাবেক কর্মকর্তা ও যোগদান না করে আত্মগোপনে থাকা পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে অনেক মামলা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি (অপারেশনস) রেজাউল করিম বলেন, ফৌজদারী মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি পুলিশ সদস্যদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের অনুমতি রয়েছে। যাদের পাওয়া যাচ্ছে তাদের হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, অপরাধী পুলিশ কর্মকর্তারাই পলাতক আছেন। তারা বিগত সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে রাজনৈতিক বিবেচনায় সুবিধা দিয়েছেন; বিরোধী দল-মত দমন এবং বিশেষ করে সর্বশেষ ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে নজিরবিহীন দমন-পীড়ন চালিয়েছেন। জনগণের বিপক্ষে গিয়ে যারা নিজ ও দলীয় স্বার্থে কাজ করেছেন তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিতর্কিত কর্মকা– ও বেআইনি কাজে জড়িত কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে। ইতোমধ্যে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, অ্যাকশন যে শুরু হয়ে গেছে তার নমুনা দেখিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। সর্বশেষ গত সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ডিবি পুলিশের গুলশান জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) ইফতেখার মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে এসি ইফতেখার মাহমুদ রাস্তায় শুয়ে গুলিবর্ষণ করছিলেন এমন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে জানা যায়, তখন বাড্ডার ফুজি টাওয়ারের উত্তর পাশে প্রগতি সরণিতে গুলিতে নিহত হন সুমন সিকদার (৩১) নামে এক যুবক। ওই ঘটনায় নিহতের মা মোসা. মাছুমা বেগম গত ২০ আগস্ট বাড্ডা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৭৯ জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এসি ইফতেখারকে।

কর্মে না ফেরা পলাতক তালিকার শীর্ষে হারুন:

পুলিশের পলাতক কর্মকর্তাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ৩৮ মামলার আসামি ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তাকে এখনো চাকরিচ্যুত করা হয়নি। পলাতক হিসেবে হারুনকে পুলিশ সদর দপ্তরের তালিকায় এক নম্বরে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার অজুহাতে আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডিবি কার্যালয়ে আটকে রাখার ঘটনায় বেশি সমালোচনায় পড়েন হারুন। ৫ আগস্টের পর তাকে আর জনসম্মুখে দেখা যায়নি। তার বিরুদ্ধে ২০১১ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বিএনপি নেতা জয়নুল আবদিন ফারুককে নির্যাতনের অকাট্য প্রমাণ থাকা স্বত্বেও ব্যবস্থা না নিয়ে উলটো পুনর্বাসন ও পদোন্নতি দিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ সরকার। ১৩ বছর পর গত ১৯ আগস্ট হারুনের বিরুদ্ধে ডিএমপির শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন বিএনপি নেতা ফারুক। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিডনির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি মীর রেজাউল আলম। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সদস্য মো. আব্বাস আলী বাদী হয়ে পলটন থানায় মীর রেজাউল আলমের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। তার আগে ১৪ আগস্ট তার বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা হয়। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মামলা ও তথ্য সংগ্রহবিষয়ক কর্মকর্তা সালাহ উদ্দিন খান বাদী হয়ে মীর রেজাউলসহ ১৫ পুলিশ কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে পলটন থানায় এজাহার দায়ের করেন।

সরকার পতনের পরদিনই দেশ ছাড়েন আবদুল কাহার আকন্দ:

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন ৬ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান বহুল আলোচিত সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল কাহার আকন্দ। তিনি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে বিভিন্ন অপরাধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কাহার আকন্দ চাকুরিচ্যুত হন। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছায় দীর্ঘ সাত বছর পর ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি চাকরি ফিরে পান। তার একদিন পর অবসরে যান। পরে ওই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ পান তিনি। এরপর চার দফায় চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি অবসরের পরও ১০ বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি চূড়ান্ত অবসরে যান। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেও হেরে যান স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে।

এ প্রসঙ্গে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্বে) মো. শাহ আলম বলেন, আমি ১৪ আগস্ট এসবির দায়িত্ব নিয়েছি। কেউ পালিয়ে থাকলে এর আগে পালিয়েছেন। তবে ১৪ তারিখের পর কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ইমিগ্রেশন ক্রস করেছে এমন রেকর্ড নেই। তবে কেউ যদি অবৈধভাবে স্থল বা নৌপথে পালিয়ে থাকে সে তথ্য আমাদের জানা নেই।

তিনি আরও বলেন, দুজন পুলিশ কর্মকর্তা বিদেশে পালিয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে পালিয়ে যান আবদুল কাহার আকন্দ। পরে দেশ ছাড়েন মীর রেজাউল আলম। তাকে আটকানোর কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল না। বিষয়টি সরকার ওয়াকিবহাল।

আদৌ কি দেশ ছেড়েছেন বিপ্লব?

গত ১২ সেপ্টেম্বরে গণমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে-লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম ইউনিয়ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে চলে গেছেন ডিএমপির যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার। দাবি করা হয়, গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে কোনো এক সময় তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। পাচারকারীদের এ সংক্রান্ত কয়েকটি কথোপকথনের অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সীমান্ত পার হওয়ার জন্য বিপ্লব কুমারের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা নেওয়া হয় বলেও জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে এসবি প্রধান মো. শাহ আলম ঢাকা পোস্টকে বলেন, পুলিশের ওই দুই সাবেক কর্মকর্তা ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কোনো কর্মকর্তা ইমিগ্রেশন ক্রস করেননি। আমি মনে করি তারা দেশেই আছেন। তবে কোথায় আছেন সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না।

দেশ ছাড়তে ব্যর্থ ডিএমপির সাবেক কমিশনার গোলাম ফারুক :

গত ২০ আগস্ট ব্যাংককের উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যান ডিএমপির সাবেক কমিশনার গোলাম ফারুক। ডিবিকে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি জানানো হলে তার দেশ ত্যাগের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়। পরে অবশ্য তিনি বিমানবন্দর থেকে বাসায় ফিরে যান। খন্দকার গোলাম ফারুকের বিরুদ্ধে ডিএমপির কোতয়ালী থানায় একটি হত্যাচেষ্টার মামলা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সাবেক ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক বলেন, আমার চোখের সমস্যা। এর আগে আমি ব্যাংককে গিয়ে অপারেশন করিয়েছি। সেটার ফলোআপ করতেই মূলত ব্যাংকক যেতে চেয়েছিলাম। আমি জানি আমার নামে সম্প্রতি মামলা হয়েছে। আমি তো পালাচ্ছিলাম না। চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলাম। তাই আমাকে আটকে দেওয়া হবে এমনটা ভাবিনি।

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো যেসব পুলিশ কর্মকর্তা আত্মগোপনে-পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান মনিরুল ইসলাম, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সিআইডির সাবেক প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া ও সিটিটিসির সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান, রংপুর রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) আবুল বাতেন, রংপুর মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মনিরুজ্জামানসহ শীর্ষ পর্যায়ের অন্তত ২৩ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। অবসরে যাওয়ার আগে থেকেই তাদের প্রায় সবাই আত্মগোপনে ছিলেন। এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন-পুলিশের সাবেক দুই আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন ও এ কে এম শহীদুল হক, ডিবির ডিসি মশিউর রহমান, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান, সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার সাবেক ওসি মঈন উদ্দিন শিপন ও এসি ইফতেখার।

খোঁজা হচ্ছে যেসব কর্মকর্তাদের- অ্যাডিশনাল ডিআইজি প্রলয় কুমার জোয়ারদার, ঢাকা জেলার সাবেক পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, ঢাকার সাভার সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাহিদুর রহমান, ওয়ারী জোনের সাবেক এডিসি এস এম শামীম, উত্তরা বিভাগের এডিসি তৌহিদুল ইসলাম, ট্রাফিক ওয়ারীর সাবেক সহকারী কমিশনার তানজিল আহমেদ ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) উত্তরার সহকারী পুলিশ সুপার (চট্টগ্রামের হাটহাজারী মডেল থানার সাবেক ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে।

কর্মস্থলে যোগ না দিয়ে আত্মগোপনে যারা:

কর্মস্থলে যোগ না দেওয়া ১৮৭ সদস্যের যে তালিকা পুলিশ সদর দপ্তর দিয়েছে, এর মধ্যে ডিআইজি থেকে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা আছেন ১৬ জন। পুলিশ পরিদর্শক আছেন পাঁচজন, উপপরিদর্শক (এসআই) পদমর্যাদার কর্মকর্তা আছেন ১৪ জন। অন্যদের মধ্যে এএসআই ৯ জন, নায়েক ৭ জন ও কনস্টেবল ১৩৬ জন।

যুদ্ধের দামামা

সোমবার রাতে লেবাননে সেনা পাঠায় ইসরায়েল। এরপর ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করে। এতে ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্য। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ইরানের হামলার মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এদিকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এ হামলায় অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ইরানুসমর্থিত ইরাকের মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো হুমকি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি এই সংঘাতে ইসরায়েলের পক্ষে অংশ নেয়, তাহলে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করবে তারা।

ইরান ও ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বিশ্বনেতারা বলছেন, এই সংঘাত এখনই বন্ধ না করা গেলে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। তবে বরাবরের মতোই ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন দেবে। তবে দেশটির পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্রচএ কথাও বলেছেন তিনি।

মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি সর্বাত্মক আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর রাইদ জারার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে, তাহলে এর সমাপ্তি ঘটবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে বলতে হবে যে তারা আর ইসরায়েলকে অস্ত্র, অর্থ ও সহযোগিতা দেবে না।

দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরানের হামলার নিন্দা না জানানোর অভিযোগ তুলে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কঠোর সমালোচনা করেছে ইসরায়েল। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণাও করেছে।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সের আহ্বানে গতকাল জরুরি বৈঠক করেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত দাবানলের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখ-তাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত থামানোর এখনই সময়। সংঘাত এভাবে ছড়াতে থাকলে সাধারণ মানুষকে চরম মূল্য দিতে হবে।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ফেলো ওমর রহমান বলেন, ইসরায়েল যে পালটা পদক্ষেপ নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। পুরো অঞ্চলে যাতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বিগত কয়েক মাসের তৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই চালিয়েছে ইসরায়েল। এ যুদ্ধে যাতে সরাসরি জড়াতে না হয়, সেই চেষ্টা করেছে ইরান। কিন্তু এখন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে একধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পালটাপালটি হুমকি :

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কঠোর ও সমুচিত জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইরান অনেক বড় ভুল করেছে। এর মূল্য দিতে হবে তাদের। যারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, আমরা পালটা আক্রমণ করব।'

প্রধানমন্ত্রীর সুরে হুমকি দিয়ে কথা বলেছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টও। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ইরান খুব সাধারণ একটা শিক্ষা নেয়নি। যারাই ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করে, তাদেরই এর চড়া মূল্য দিতে হয়।

ইরানের হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া যায়-এ নিয়ে সামরিক নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে গতকাল দফায় দফায় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইসরায়েল যে পালটা হামলা চালাবে, তা নিশ্চিত। তবে কখন ও কীভাবে ইসরায়েল এ হামলা চালাবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

পালটা হুমকি দিয়ে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েল যদি আবার হামলা চালায়, তাহলে আরও বড় পরিসরে হামলা চালাবে তারা, যার পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান গতকাল বলেছেন, ইসরায়েল যদি অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ না করে, তাহলে কঠোর পরিণতির মুখে পড়তে হবে তাদের। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি আবার হামলার হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েল যদি ইরানে হামলা চালায়, তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে আরও বড় পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে তেহরান।

যুদ্ধ ছড়ানোর শঙ্কা:

মূলত হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা ও লেবাননে স্থল হামলা শুরুর কারণেই মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইরান বলেছে, ইসরায়েলে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ছিল অত্যাধুনিক। এগুলোর মধ্যে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল। যদিও ইসরায়েলের দাবি, বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে তারা।

গত এপ্রিলে সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে হামলায় আইআরজিসির জ্যেষ্ঠ কমান্ডার মোহাম্মদ রেজা জাহেদিসহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন। এর জেরে ওই মাসে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল মঙ্গলবারের হামলা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এপ্রিলের ওই হামলা ছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু মঙ্গলবার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করে ইরান। এবারের হামলায় ফাতাহ-১ ও খাইবারশেকান ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে দেশটি। এসব ক্ষেপণাস্ত্র ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। তাঁরা মনে করেন, ইরান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নেমেছে। গতকাল থেকে হিজবুল্লাহও ইসরায়েলে রকেট হামলা বাড়িয়েছে। এদিকে লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা। ইরান-সমর্থিত ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে যদি যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়, তাহলে ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাবে তারা।

২০ অক্টোবর ভিক্টোরিয়া পার্কে ১১তম মুসলিম চ্যারিটি রান

ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে চ্যারিটি রানের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরা হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ ও ফান্ডরাইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী।

জুনায়েদ আহমদ বলেন, প্রতি বছর সামার এলেই কমিউনিটির মানুষ মুসলিম চ্যারিটি রান-এর অপেক্ষায় থাকেন। কারণ এই দিনটিতে তাঁরা খোলা মাঠে একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান। দৌঁড়ে, হেঁটে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন । ২০১২ সালে আমরা যখন 'রান ফর ইউর মস্ক' কর্মসূচি শুরু করি তখন ভাবিনি এটা এতদূর এগিয়ে যাবে। কিন্তু নাহ- এক বছর, দুই বছর করে এবার এই কর্মসূচি ১১তম বর্ষে পা রাখলো। এটি কমিউনিটির মানুষের জন্য বছরের একটি সেরা কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই কর্মসূচির লক্ষ্য শুধু ফান্ডরেইজিং নয়, কমিউনিটির মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। অনেকেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিয়মিত দৌঁড়াদৌড়ির অভ্যেস গড়ে তুলেছেন। শুরুতে একসাথে ৫ কিলোমিটার দৌড়ানোর পর পরবর্তীতে অভ্যাস করে নিয়েছেন। এখন প্রতিদিনই সকালে নিয়মিত দৌড়েন এবং হাঁটেন। মানুষের মধ্যে শারিরীক ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলিম চ্যারিটি রান সত্যিকার অর্থে একটি সফল কর্মসূচি। দিনদিনই এই কর্মসূচি আরো বড় হচ্ছে।

জনাব জুনায়েদ বলেন, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত দশম মুসলিম চ্যারিটি রানে ৪০টি চ্যারিটি সংস্থা অংশ্রহণ করে ১২০ হাজার পাউণ্ডের বেশি সংগ্রহ করে। গত ১০ বছরে এই চ্যারিটি কর্মসূচিতে প্রায় ৭ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। শতাধিক মানুষ মুসলিম চ্যারিটি রানে দৌড় শুরু করে পরবর্তীতে বৃটেনের মূলধারার ম্যারাথনে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেছে । তাছাড়া অনেকেই স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চ্যারিটি রানে অংশগ্রহণ করছেন । এটা আমাদের একটি বড় সাফল্য।

এবারের মুসলিম চ্যারিটি রানে স্পনসর হিসেবে রয়েছে ইসলামিক রিলিফ, গ্লোবাল রিলিফ ট্রাস্ট, মুনতাদা এইড, হেলথ ইয়াতিম, হিউম্যান অ্যাপিল, মুসলিম এইড, সাবা রিলিফ, চ্যারিটি রাইট, গ্লোবাল এহসান রিলিফ, লঞ্চগুড, আল-খায়ের ফাউন্ডেশন, মুসলিম চ্যারিটি, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন, মুসলিম হেলপ ইউকে, সালাম চ্যারিটি, সারকার সলিসিটর্স, বামফোর্ড ট্রাস্ট ও এস.কে.টি ওয়েলফেয়ার ।

আর চ্যারিটি রানে অংশগ্রহণের জন্য ২৮টি সংগঠন ইতোমধ্যে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে। চ্যারিটিগুলো হলো: ইস্ট লন্ডন মসজিদ, ব্লাকস্টোন চ্যারিটি, হিউম্যান এইড এন্ড এডভোকেসী, উম্মাহ এইড ইউকে, অরফান ইন নিড, থার্টিন রিভার্স ট্রাস্ট, ইস্ট আফ্রিকান এডুকেশন ট্রাস্ট, লন্ডন ইসলামিক স্কুল, সালাম চ্যারিটি, উম্মাহ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট, লুইশাম ইসলামিক সেন্টার, আল উবায়দা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ, হেলপ ইয়াতিম, ফরেস্টগেইট সেন্ট্রাল মসজিদ, স্টেপনী শাহজালার মসজিদ, লনলী অরফান্স, মুসলিম এইড, মুসলিম চ্যারিটি, মুসলিম হেলপ ইউকে, হাউজ অব গিভিং, হ্যামলেটসওয়ে মস্ক, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন, লন্ডন ইস্ট একাডেমি ও আল মিজান স্কুল, সাবীল, জাইমা পাউন্ডিং প্রোভার্টি, ও এইটথ ইস্ট লন্ডন স্কাউট। তবে আমরা আশা করছি, আগামী দুই সপ্তাহে আরো অনেক চ্যারিটি নাম রেজিস্ট্রেশন করবে এবং গতবারের মতো ৪০টির বেশি চ্যারিটি সংস্থা অংশগ্রহণ করবে।

৬টি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে । অনুর্ধ ১২ বছর, ১৩ থেকে ১৭ বছর, ১৮ থেকে ৩০ বছর, ৩১ থেকে ৪৫ বছর, ৪৬ থেকে ৫৫ বছর এবং ৫৬ ও ততোর্ধ বয়স ক্যাটাগরি। ১২ বছর বয়সের নিচের মেয়েরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে । এতে বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে । দৌড়ে অংশগ্রহণে আগ্রহীরা ওয়েবসাইট ভিজিট অথবা ০২০ ৭৬৫০ ৩০০৮ নাম্বারে ফোন করে তাঁদের নাম রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ কমিউনিটির ছেলে-বুড়ো-যুবক সর্বস্তরের মানুষকে মুসলিম চ্যারিটি রানে অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, কমিউনিটির মানুষের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন । আসুন, সকলে একসাথে মিলে ভালো কাজের জন্য ফান্ডরেইজ করি এবং দিনটিকে সপরিবারে উপভোগ করি।

পূর্ব লন্ডনে এস.ডাব্লিউ.এফ সলিসিটর্সের

অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই শাখার উদ্বোধন প্রতিষ্ঠানটির প্রসার এবং আইনি সেবায় জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের একটি বিশাল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে এসডব্লিউএফ সলিসিটার্সের লন্ডন শাখার উদ্বোধনের তাৎপর্য এবং এর মাধ্যমে লন্ডনের স্থানীয় কমিউনিটির আইনি সহায়তায় সম্ভাব্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ করে পরিবারিক আইন, অভিবাসন এবং নাগরিক মামলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ সেবা কিভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সহজলভ্য হবে, সে সম্পর্কে ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসডব্লিউএফ সলিসিটার্সের পরিচালক ও প্রধান সলিসিটার ব্যারিস্টার সুহেল আহমেদ নতুন শাখা খোলার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান কার্যালয় মিলটন কিন্সে অবস্থিত এবং এটি আমাদের দ্বিতীয় শাখা। আমাদের ক্লায়েন্টদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে আমরা লন্ডনে এই নতুন শাখা চালু করেছি, যাতে আমরা সেরা মানের আইনি সেবা এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেবল একটি হাই স্ট্রিট আইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকা নয়; বরং আমরা মূলধারার একটি আইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই আমাদের কমিউনিটি এবং ক্লায়েন্টদের জন্য অসাধারণ আইনি সেবা এবং ক্লায়েন্ট কেয়ার প্রদানের মাধ্যমে। আমাদের অত্যন্ত দক্ষ একটি দল রয়েছে যারা অভিবাসন, পারিবারিক আইন, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ব্যারিস্টার সুহেল আহমেদ তার বক্তব্যে নতুন শাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে, এর মাধ্যমে এসডব্লিউএফ সলিসিটার্সের সেবার পরিধি এবং মানের আরও উন্নয়ন ঘটবে বলে প্রত্যাশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারক কুতুব উদ্দিন শিকদার এমবিই, শিক্ষাবিদ প্রফেসর সানাওয়ার চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, শিল্পপতি খালেকুজ্জামান, সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটার্স-এর প্রেসিডেন্ট ফারিদা হাকিম, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম হাফিজ মাওলানা আবুল হোসাইন খান, ব্যারিস্টার শাম উদ্দিন, ব্যবসায়ী ফরহাদ চৌধুরী, শরীফ মাহমুদ, এমকিউ হাসান সলিসিটার্সের বিখ্যাত আইনজীবী মুহাম্মদ কামরুল হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেলাল খান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ফারুক জামান, সলিসিটর মুনসাত চৌধুরী, এনএইচএস স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মিস ফাতেহা পলি ও এসডব্লিউএফ সলিসিটার্সের সলিসিটার ওমেরানা নাভিদ সহ অন্যান্য সহকর্মীগণ।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে অতিথিবৃন্দ নৈশভোজে মিলিত হোন। স্থানীয় দিলপছন্দ রেস্টুরেন্টে উষ্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত হয়ে পেশাগত আলাপ-আলোচনায় অংশ নেন। রাতের আড্ডায় নতুন শাখার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের সফলতা নিয়ে আলোচনা হয়। অতিথিরা তাদের আশাবাদ এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SR SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

ইসরায়েলে ইরানের হামলায় উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধের দামামা

দেশ রিপোর্ট, ৪ অক্টোবর ২০২৪: ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি। পালটা হামলার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। তেহরানও বলেছে, ইসরায়েল আবার হামলা করলে পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছে ইরানসমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের সশস্ত্র হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের সেনাদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই চলছে। গত

বুধবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন ইসরায়েলি আট সেনা। ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকালও গাজায় অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারালেন।

গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এক বছর ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে লড়ছে হিজবুল্লাহ ও হুতি। তাদের সমরাস্ত্র ও আর্থিকভাবে সমর্থন দিচ্ছে ইরান। পাশাপাশি গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসকেও সহযোগিতা করে আসছিল তেহরান। ইরান সরাসরি জড়িত না থাকলেও ইসরায়েলের সঙ্গে চলছিল ছায়াযুদ্ধ। মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে ইরান সরাসরি জড়িয়ে পড়ল।

গত শুক্রবার লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। এরপর ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

টেকনাফে ক্রসফায়ার বাণিজ্য

লাশ গুনে গুনে ভাগ নিতেন কামাল-বেনজীর

ঢাকা ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪ : ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) বেনজীর আহমদ ও তার পরিবারের। সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি বেনজীরের নানা অপকর্মও এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। এবার সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যাকে ঘিরে আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে বেনজীরের।

অভিযোগ আছে, কক্সবাজারের টেকনাফে আলোচিত মেজর সিনহা হত্যা মামলা থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দিয়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত তৎকালীন টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশের ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

কর্মস্থলে না ফেরা 'অপরাধী' কর্মকর্তাদের খুঁজছে পুলিশ

ঢাকা ডেস্ক, ৪ অক্টোবর ২০২৪: আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুলিশের রাজনৈতিক ভূমিকা ও ব্যাপক দমন-পীড়নের কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। যেসব পুলিশ কর্মকর্তা বলপ্রয়োগে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অনেককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

২০ অক্টোবর ভিক্টোরিয়া পার্কে ১১তম মুসলিম চ্যারিটি রান

অংশগ্রহণে আগ্রহীদের নাম রেজিস্ট্রেশনের আহবান

দেশ রিপোর্ট, ৪ অক্টোবর ২০২৪: আগামী ২০ অক্টোবর রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় পূর্ব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১১তম মুসলিম চ্যারিটি রান । এতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ সহ প্রায় ৪০টি চ্যারিটি সংস্থা অংশগ্রহণ করবে। এ উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এক প্রেস ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

পূর্ব লন্ডনে এস.ডাব্লিউ.এফ সলিসিটর্সের শাখা উদ্বোধন

সেরা মানের আইনি সেবা প্রদানের অঙ্গীকার

দেশ ডেস্ক, ৪ অক্টোবর: আইনী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এস.ডব্লিউ.এফ সলিসিটর্স তাদের পেশাগত যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে। গত ১ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ১৯ হ্যানরিক স্ট্রিটে (কমার্শিয়াল রোডের পাশে) বর্ণাঢ্য আয়োজনে তাদের নতুন শাখার উদ্বোধন করেছে।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিশিষ্ট আইনজীবী, পেশাজীবী এবং ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে আফতাবের বাসা যেন অস্ত্রের গোডাউন!

সিলেট প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর ২০২৪: সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আফতাব হোসেন খানের বাসায় অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। এসময় আফতাব হোসেনকে বাসায় পাওয়া যায়নি বা ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk